পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে
মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই
মহা গৌরব সম্পন্ন
নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ
হইতে চেষ্টা কর
এবং অন্য কাহা-
কেও তাঁহার উপর
কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম. আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ১৪শ সংখ্যা

১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৯১ বাংলা ॥ ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৪ ইং ॥ ৬ই রবিউল আউয়াল ১৪০৫ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৩৮শ বর্ষ :
৩০শে নভেম্বর ১৯৮৪
১৪শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আনফাল (৯ম পারা ১০ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	২
* অমৃত বাণী : 'পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নজীর আহমদ ভুইয়া	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নজীর আহমদ ভুইয়া	৯
* তাহরীকে জদীদের নববর্ষের ঘোষণা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৫
* মজলুম বনাম জালেম—৩ :	মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২১
* তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'র উত্তর :	আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৬
* সংবাদ :		২৯

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে বিশেষ সাফল্যের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারী রাখিবেন।

বিশেষ দোওয়ার আবেদন

হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব গুরুতর অসুস্থ আছেন। বিগত ১৪ই নভেম্বর '৮৪ইং রক্ত দেওয়া হইয়াছে।

হযরত চৌধুরী সাহেব কিছু কাল হইতে অসুস্থাবস্থায় লাহোরে তাঁহার জামাতা মোহতারম চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেবের নিকট অবস্থানরত আছেন এবং সর্বোচ্চস্তরের ডাক্তারগণ তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ হযরত চৌধুরী সাহেবের জন্য খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন যেন আল্লাহতায়ালা বিশেষ ফজল ও করমের দ্বারা তাঁহাকে অলৌকিকভাবে আরোগ্য দান করেন এবং স্বীয় ফজল ও আশিষে ভরপুর কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করেন। আমীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা

৩০শে নভেম্বর ১৯৮৪ইং : ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৯১ বাংলা : ৩০শে নবুওত ১৩৬৩ হিঃ শামসী

৭ম সুরা আল-আনফাল

[ইহা মাদানী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ৭৬ আয়াত এবং ১০ রুকু আছে]

নবম পারা **১০ম রুকু**

৭১। হে নবী! তোমার হাতে যে সকল যুদ্ধবন্দী আছে তাহাদিগকে বল, যদি আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কোন নেকী দেখেন তাহা হইলে তোমাদের নিকট হইতে (যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) যাহা লওয়া হইয়াছে তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে শ্রেয়ত্তর দিবেন, (ইহাছাড়া) তোমাদিগকে তিনি ক্ষমাও করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বারবার করুণাকারী।

৭২। যদি তাহারা (মুক্তি লাভের পর) তোমার সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করার ইচ্ছা করে তাহা হইলে ইহার পূর্বে তাহারা আল্লাহর সহিতও বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছিল, তবু তিনি তাহাদিগকে (তোমাদের) আয়ত্তে আনিয়াছিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

৭৩। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে ও নিজেদের জান ও মাল দিয়া আল্লাহর পথে জেহাদ করিয়াছে এবং যাহারা (মোহাজেরদিগকে) আশ্রয় দিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে অথচ তাহারা হিজরত করে নাই, যদি দ্বীনের ব্যাপারে তাহারা তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তবে (তাহাদের) সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু (এ সাহায্য) ঐ জাতির বিরুদ্ধে যেন না হয়, যাহাদের সহিত তোমাদের চুক্তি আছে; তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ উহা দেখিতেছেন।

৭৪। এবং যহারা কুফর করিয়াছে তাহারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু, (আমরা যাহার আদেশ দিয়াছি) যদি তোমরা উহা না কর তাহা হইলে যমীনে বড় ফেতনা-ফাসাদ শুরু হইবে।

৭৫। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করিয়াছে, এবং যাহারা (মোহাজেরদিগকে) আশ্রয় দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে, ইহারাই প্রকৃত মোমেন, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক আছে।

৭৬। এবং যাহারা পরে ঈমান আনিবে এবং হিজরত করিবে এবং তোমাদের সংগে মিলিয়া জেহাদ করিবে, তাহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হইবে; আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জ্ঞাতিগণের মধ্যে কতক একে অপরের অধিকতর নিকটবর্তী; নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবগত।

(ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

রিয়াকারিতা বা লোক দেখানো ও খ্যাতি অন্বেষণ

১। হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ বিন সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ "যে ব্যক্তি শুধু খ্যাতি লাভের জন্য কাজ করে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে এ প্রকারের খ্যাতি দিবেন যাহার পরিণামে তাহার দোষ লোকের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের মধ্যে সে লাঞ্ছিত ও বদনামী হইবে। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কাজ করিবে, আল্লাহতায়ালা তাহার রিয়াকারিতা সকলের নিকট প্রকাশিত করিয়া দিবেন।" (বুখারী ; কিতাবুল মুসলিম, ২ঃ৩১৫ পৃঃ)

২। হযরত আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করা হইলঃ 'ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার (সাঃ) ধারনা কি, যে নেক কাজ করে এবং মানুষ সেজন্য তাহার প্রশংসা করে? হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেনঃ "ইহা এক অগ্রীম প্রতিদান, যাহা এই পৃথিবীতেই মুমেনকে সুসংবাদরূপে দেওয়া হয়। ইহা এই কথারই নির্দেশক যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার ঐ নেক কাজ কবুল করিয়াছেন।"

(মুসলিম ; কিতাবু বিরে ওয়াস সালাহ ; ২ঃ২০৯ পৃঃ)

কষ্ট প্রয়াস ও কৃত্রিমতা

৩। হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ "আতিশয্য-পরায়ণ ব্যক্তি ধ্বংস হইয়াছে।" এরূপ তিনবার বলেন অর্থাৎ এইরূপ লোকেরা খোদাতায়ালার পাকড়াও হইতে রক্ষা পাইতে পারেন না।

(মুসলিম, কিতাবু ইলম, বাবু হালাকুল মুতান্নাতেউন ২ঃ২২০ পৃঃ)

অলীক সংশয় প্রবণতা ও অশুভ ভাগ্য নিরূপণ

৪। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহ আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ "মূলতঃ অন্যের রোগ সংক্রামিত হওয়ার এবং অশুভ ভাগ্য নিরূপণের ধারনা অলীক সংশয় ভিন্ন কিছু নয়।" অর্থাৎ এ সম্বন্ধে অকারণ চিন্তা হইতে বাঁচা কর্তব্য। হুজুর, সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইহাও ফরমাইয়াছেনঃ 'শুভ ভাগ্য নিরূপন আমি পছন্দ করি।" সাহাবাগণ (রাযিঃ) ফরমাইয়াছেনঃ শুভকাল কি? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেনঃ "ভাল কথা বলা এবং ভাল কথা হইতে ভাল সিদ্ধান্ত।"

(বুখারী ; বাবুল ফাল ; ২ঃ৮৫৬ পৃঃ' মুসলিম, ২ঃ২ পৃঃ)

[হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

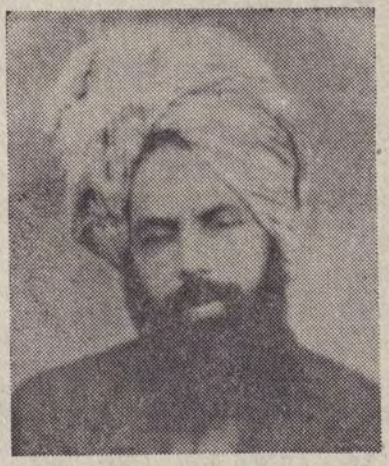

(১) "কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল এই যে, তদ্বারা যেন উহার অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বাবলী (হাকায়েক ও মায়ারেফ) সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং মানুষ যেন নিজের মধ্যে এক পরিবর্তন সাধন করে। স্মরণ রাখিবে, কুরআন করীম হইল এক কল্পনাতীত বিস্ময়কর দুর্লভ ও সত্য দর্শন বা ফিলোসফি। ইহার মধ্যে আদ্যপান্ত বিষয়বস্তুর এক সুবিন্যাস ও রূপায়ন বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার কদর ও সমাদর করা হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন শরীফের সেই শৃংখল ও তরতিব বা বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করা হইবেন না এবং উহাতে গভীর মনোনিবেশ করা হইবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআন করীম তেলাওত পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।"

(আল-হাকাম, ৩১শে মার্চ ১৯০১ইং)

(২) "কুরআন করীম গবেষণা মূলক গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা উচিত। হাদিস শরীফে আসিয়াছেঃ رب قارىء يلعنه القران অর্থাৎ, 'এরূপ অনেক ক্বারী বা কুরআন পাঠকারী আছে যাহাদের উপর কুরআন লা'নত বা অভিশাপ বর্ষণ করে।' তেলাওত করার সময়ে যখন কুরআন করীমের কোন (রহমতের উল্লেখ সম্বলিত) আয়াত আসে তখন সেখানে খোদাতায়ালার রহমত কামনা করা উচিত। আর যেখানে কোন জাতিকে শাস্তি দানের কথার উল্লেখ থাকে, সেখানে খোদাতায়ালার নিকট তাঁহার শাস্তি হইতে বাঁচার জন্য দোওয়া করা উচিত। মোট কথা, গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশ সহকারে কুরআন করীম পাঠ করা উচিত এবং তারপর উহার উপর আমল করা উচিত।"

(আল-হাকাম, ২৪শে মার্চ ১৯০৭ইং)

৩। "কুরআন করীম তোমাদের মুখাপেক্ষী নহে বরং তোমাদেরই কুরআন করীমের মুখাপেক্ষী হইয়া উহা পাঠ করা উচিত। উহা বুঝ এবং শিখ। যখন দুনিয়ার অতি সাধারণ কাজ-কর্মের জন্য তোমরা শিক্ষক গ্রহণ করিয়া থাক, তখন কুরআন শরীফের জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন কেন হইবে না? মায়ের গর্ভ হইতে শিশু ভূমিষ্ট হইয়াই কি কুরআন পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিবে? মোট কথা, শিক্ষকের প্রয়োজন রহিয়াছে।"

(আল-হাকাম, ১০ই আগষ্ট ১০৯৭ইং)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(৩১শে আগষ্ট, ১৯৮৪ইং লণ্ডনে, মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাকিস্তানের শরিয়তী আদালতকে উহার (হযরত আলী রাঃ ও হযরত মায়াবিয়া রাঃ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শরিয়তী আদালত) চাইতে অধিক কোন পদমর্য্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না। উহার চাইতে অনেক নগন্য পাকিস্তানের শরিয়তী আদালতের পদমর্য্যাদা। না তাহাদের ফেকার ঐ মর্য্যাদা আছে, না তাহারা লাভ করিয়াছে হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে ইসলামী প্রশিক্ষণ। পাকিস্তানের শরিয়তী আদালত, না জ্ঞানের দিক হইতে, না পদমর্য্যাদার দিক হইতে, এবং না তাকওয়ার (খোদা ভীতি) দিক হইতে উপরোক্ত শরিয়তী আদালতের সমকক্ষ। যদি বলা হয় "কোথায় রাজা ভোজ, আর কোথায়-গঙ্গু তেলী" (বাংলায় বলে" কোথায় রাজার বাড়ী, কোথায় টিক্কার হাড়ী"—অনুবাদক) তাহা হইলে তাহাদের নারাজ হওয়ার কোন কারণ নাই। আমি বিশ্বাস করি যে, তাহারা নিজেদের পদমার্য্যাদা ভালই বুঝেন এবং হযরত আলীর (রাঃ) পদমর্য্যাদাও বুঝেন। তাঁহার তুলনায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত আদালত সম্বন্ধে তাহারা (পাকিস্তানী শরিয়ত আদালত) নিশ্চয়ই বলিবে যে, এই তুলনাও বরং আমাদের সম্মানকে বৃদ্ধি করিয়াছে। রাজা ভোজের সহিত গঙ্গু তেলীর এক ধরণের তুলনা চলিত। কিন্তু তোমাদের সহিত তো আবু মুসা আলআশয়ারী (রাঃ) ও উমর বিন আল-আসের কোন তলনাই চলে না। যদি তোমাদের মধ্যে কিছু তাকওয়া থাকিয়া থাকে, তবে তোমরা এই কথা স্বীকার করিবে। অতএব যে পদমর্য্যাদা তাঁহাদের ছিল না, ঐ পদমর্য্যাদা তোমাদের কোথা হইতে আসিয়া পড়িল ? যে অধিকার কোরআন ও সুন্নত তাঁহাদের দান করে নাই, তোমরা কোথা হইতে ঐ অধিকার লাভ করিলে ?

শরয়তী আদালত নামটাই একটি কল্পিত নাম। ইহার কোন তাৎপর্যই নাই। ইহার কোন শরিয়তী ক্ষমতাই নাই। এই আদালতে বিচারক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু বিচারক মন্ডলীতে সকল পক্ষের প্রতিনিধি থাকা উচিত। অবশ্য পাকিস্তানের তথাকথিত শরিয়তী আদালতকেই আমি আদালত বলিতেছি। অন্যথা এমন নয় যে, আমি বস্তুতঃই ইহাকে শরীয়তী আদালত বলিয়া স্বীকার করি। শরিয়তী আদালতের দুই ধরণের পদ্ধতি ও কর্মকান্ড আছে। একটি হইল পার্থিব বিষয়ে পার্থিব বিবাদের মীমাংসা করা এবং অন্যটি হইল ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা দান করা। পার্থিব বিবাদের ক্ষেত্রেতো ঐ ঘটনা হইতেই কিছু সনদ লাভ করা যাইতে পারে, যাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু ধর্মীয় মতবিরোধের ক্ষেত্রেতো শরিয়তী আদালতের কোন প্রশ্নই উঠেনা। ধর্মীয় মতবিরোধের ক্ষেত্রে কেবল একজন মীমাংসাকারী রহিয়াছেন। তিনি হইলেন আল্লাহ্। তাঁহার আদালত কেয়ামতের দিন বসিবে। দুই প্রকারের ধর্মীয় মতবিরোধ রহিয়াছে। এই জন্য আমি

এ সম্বন্ধে কিছু বলিব। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে এমন একটি ঘটনাও দেখিতে পাওয়া যায় না যে, আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাদের মতবিরোধে বা তাহাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। হাঁ, ইসলামের ক্ষেত্রে তিনি চূড়ান্ত মীমাংসাকারী ছিলেন এবং পার্থিব বিষয়ে যেমন তাঁহার আদেশ চলিত, ধর্মীয় ব্যাপারেও তেমনি তাঁহার আদেশ চলিত। এই জন্যই বিরোধ মীমাংসার জন্য কোরআন মজীদে আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কেতাবের পরেই রসুল অর্থাৎ রসুলের সুন্নতকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা হইয়াছে। ইহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদমর্য্যাদা। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহার পদমর্য্যাদার পরেই, ইসলামী শরিয়তে যদি ধর্মীয় ব্যাপারে কাহারো অধিকার থাকিয়া থাকে, তবে উক্ত অধিকার যুগ-খলিফার থাকিবে। তিনি ছাড়া আর কাহারো এই অধিকার নাই। কেননা খলিফাগণের একটি কেন্দ্রীয় পদমর্যাদা রহিয়াছে, যাহার সহিত সমস্ত ইসলামী জগত সংযুক্ত। খেলাফতের পরে ধর্মীয় ব্যাপারে অন্য কাহারো কোন প্রকারের অধিকার নাই। অর্থাৎ ইসলামের গন্ডীর ভিতরে থাকিলে কাহারো এই অধিকার থাকেনা। ইহার বাহিরে যাইয়া মীমাংসা দেওয়া যাইতে পারে। যদি আদালত সঠিক হয় এবং যদি বাদশাহ নিয়মতান্ত্রিক ও আইনসংগত হন, যিনি আদালত প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে পূর্বে বর্নিত শর্তাবলী সমেত উক্ত আদালতের শরিয়তী পদ মর্যাদা হইল এই-রূপ (যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে)।

উপরোক্ত দৃষ্টিভংগী নিয়া যখন আমরা চিন্তা করি তখন এই সত্যই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় যে, কোরআন ও সুন্নত ভিত্তিক মীমাংসা ছাড়া অন্য কোন মীমাংসার কোন অবকাশই নাই। আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন যে, ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই; ধর্মীয় মতবিরোধের ক্ষেত্রে ইসলামের গণ্ডীতে থাকিয়া হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত ও খোলাফায়ে রাশেদীন ব্যতীত অন্য কাহারো মীমাংসা দান করার অধিকারই থাকিতে পারে না। অবশ্য পার্থিব মত-বিরোধের ক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হইবে ও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। যদি আপনারা মনে করেন এমনটি হইতে পারে না, তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে দেখাইয়া দিতেছি যে, কার্যাতঃ এমনটিই হইবে।

ধর্মীয় মতবিরোধের অর্থ হইতেছে বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে মতবিরোধ। কেননা ফেরকাগুলি ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধের ফলশ্রুতিতেই ফেরকাসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে, নাতো ঐ গুলি কোন পার্থিব বিরোধের কারণে সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্য একটি শিয়া ফেরকার সৃষ্টি হইয়াছে, একটি বেরলবী ফেরকার সৃষ্টি হইয়াছে, একটি সুন্নী ফেরকার সৃষ্টি হইয়াছে এবং একটি দেওবন্দী ও আহলে হাদিস ফেরকার সৃষ্টি হইয়াছে। এই চারিটি ফেরকার কথাই ধরুন। এমন কোন শরীয়তী আদালত কি হইতে পারে যাহারা রায় দিতে পারে যে, শিয়া মতবাদ ঠিক এবং সুন্নী মতবাদ ভুল, অথবা আহলে হাদিস মতবাদ ঠিক এবং বেরলবী মতবাদ ভুল ? অথবা ইহার বিপরীত রায় দিতে পারে কি ? আপনারা এমন কোন আদালত প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদিগকে দেখান। বস্তুতঃ এইরূপ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না। কেননা রায় দেওয়ার জন্য আপনারা এই চারিটি ফেরকার মধ্যে হয়তোবা শিয়াদের মনোনীত করিবেন যে, ইনি শিয়া জজ। সুন্নী মতবাদ ঠিক না শিয়া মতবাদ ঠিক—এই বিষয়ে ইনি রায় প্রদান করিবেন। অন্যথা একজন আহলে হাদিস জজকে মনোনীত করিবেন এবং তিনি রায় দিবেন, বেরলবী ঠিক

না আহলে হাদিস ঠিক। অথবা একজন আহলে হাদিস জজ ও একজন বেরলবী জজ একত্রিত হইয়া সম্মিলিত রায় প্রদান করিবে। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথমতঃ না কোন বেরলবী এবং না কোন আহলে হাদিস এই কথা গ্রহণ করিবে যে, উভয় ফেরকার সমান সংখ্যক জজ মিলিত হইয়া রায় প্রদান করিবে।

শরিয়তী মামলায় ধর্মবিশ্বাসের দিক হইতে কিছুক্ষণের জন্য যদি আমরা স্বীকার করিয়াও লই যে, এমন একটি আদালত কায়েম করা হইল যেখানে দুইজন ইহাদের ও দুইজন উহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল। এমতাবস্থায় একজন আহলে হাদীস প্রতিনিধি যদি বেরলবী মতবাদের পক্ষে কথা বলে, তৎক্ষণাত আহলে হাদিসের লোকজন হৈ হুল্লোড় সৃষ্টি করিয়া দিবে যে, এই ব্যক্তিতো বেরলবী হইয়া গিয়াছে। অতএব আদালতের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গেল, কারণ এখন চারিজন প্রতিনিধির মধ্যে তিনজন হইল বেরলবী ও একজন রহিল আহলে হাদিস। পক্ষান্তরে যদি কোন বেরলবী আলেমকে আদালতে বসাইয়া দেওয়া হয় এবং তিনি আহলে হাদিসের পক্ষে রায় দেন, তাহা হইলে কি সমস্ত বেরলবী ফেরকা এই রায় মানিয়া নিবে? নিশ্চয়ই নয়। তাহারা বলিবে যে, এই ব্যক্তিতো আহলে হাদিস হইয়া গিয়াছে। এইজন্য তাহার রায় গ্রহণযোগ্য নহে।

অতএব শরিয়তের ক্ষেত্রে যখনই জজ কোন রায় প্রদান করিবে, তখন বিরোধপূর্ণ বিষয়ে অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসের দিক হইতে তাহার রায় উক্ত ফেরকা কখনও গ্রহণ করিতে পারে না, না তাহারা অদ্যাবধি কখনো গ্রহণ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি পাকিস্তানের শরিয়তী আদালত আহমদীদের অনুকূলে কোন রায় দিত, তাহা হইলে লোকেরা বলিয়া উঠিত যে, ইহারাতো আহমদী হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে অপসারণ করা হউক। অন্য একটি আদালত বসাও। কারণ আহমদী মতবাদ স্বীকার করিয়া ইহারা আহমদীদের দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। এই কারণেই পাকিস্তানের শরিয়তী আদালত বারবার মৌলভীদের দিকে তাকাইয়া তাহাদিগকে অভয় দিতেছিল যে, আমরা বিচারকরা শতকরা একশত ভাগ বিশ্বাস করি যে, আহমদীরা ইসলামের গণ্ডীর বাহিরে। ইহা দ্বারা তাহারা মৌলভীদের দলভুক্ত হওয়ার কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অতএব তোমরা যখন এই মনোভাব লইয়াই অগ্রসর হইয়াছ যে তোমরা একটি দলভুক্ত, তাহা হইলে তোমাদের বিচার করার অধিকার কিভাবে থাকিতে পারে? দলভুক্ত ব্যক্তিরাতো রায় দিতে পারে না।

এই জন্য ধর্মীয় ব্যাপারে নবীর আদালত ছাড়া যিনি খোদার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া রায় দান করেন, অন্য কোন আদালত কায়েম করা যাইতেই পারে না। যিনি নবুয়তের দাবীদার নন, তিনি আদালত কায়েম করিতে পারেন না: নবুয়তের রায় খোদা মানাইয়া থাকেন। নবীর রায়কে খোদা জবরদস্ত ঐশী নিয়তির দ্বারা মানাইয়া থাকেন। মানুষ স্বেচ্ছায় মানুক বা অনিচ্ছায় মানুক, খোদা তাহাদিগকে মানিতে বাধ্য করেন কিন্তু মানুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শরিয়তী আদালতের রায় মানানোর জন্য কেহ থাকিতেই পারে না। দুই চারি দিন কোন একজনের ডাণ্ডা চলিতে পারে এবং দুই চারিদিন অন্য কাহারো ডাণ্ডা

চলিতে পারে। পৃথিবীতে এই যা চলে ইহার বেশী কিছু নয়। এই জন্য বারবার আমি বলিতেছি যে, শরিয়তী আদালতের ক্ষেত্রে এবং একই ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে যাহারা আছে তাহাদের ধর্মীয় বিষয়ে নবী ছাড়া আর কাহারো রায় দান করার অধিকার নাই। অথবা নবীর প্রতিনিধি হিসাবে বড়জোর (যদি সঠিক প্রতিনিধি হয়) তাঁহার খলিফার রায় প্রদান করিবার অধিকার থাকিতে পারে। অন্যান্য ধর্মের বেলায়তো এই অধিকার কাহারোই নাই। এই ব্যাপারেতো কোরআন করীম, না আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নিযুক্ত করিয়াছে, না তিনি নিজে এমন কথা বলিয়াছেন। ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া আপনারা (পাকিস্তানের শরিয়তী আদালত) যে রায় দিয়াছেন, যদি এমন কোন ফেরকা আপনাদের শরিয়তী আদালতের নিকট উপস্থিত হয় যাহাদিগকে আপনারা মুসলমানই মনে করেন না, তবে তাহাদের সম্বন্ধে কিরূপে রায় দিবেন? তখনতো কুরআন ও সুন্নতের আলোকে তাহারা উপরোক্ত দৃষ্টান্তও পেশ করিতে পারে। তখন আপনারা বলিবেন যে, ঠিক আছে, কোন দোষত্রুটি বাহির করাই যাইবে। ইহাও আমি বিশ্লেশন করিব।

প্রথমতঃ আহমদীয়া জামাততো তাহাদের (পাকিস্তানের শরিয়তী আদালত) শরিয়তী পদমর্যাদা স্বীকার করে নাই। যে সকল আহমদী পাকিস্তানের শরিয়তী আদালতে গিয়াছিল, তাহারা এই কথা বলিয়াই গিয়াছিল যে কোরআন এই কথা বলে। আমরা কোরআনকে স্বীকার করি। তোমাদিগকে স্বীকার করি না। যখন কেহ বলে যে, আমার দৃষ্টিতে কোরআনের কথা ইহা, তখন হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মায়াবিয়া (রাঃ) এর সম্মিলিত ফয়সালা এই যে, এমতাবস্থায় যদি আদালত তোমাদের বিরুদ্ধেও রায় দেয়, তথাপি তোমরা কোরআনের রায়কেই আঁকড়াইয়া ধরিবে এবং আদালতের রায়ের এক কানা কড়ি পরওয়াও করিবে না। যদি ইহার ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের রক্তও বহিয়া যায় এবং এইরূপ মতবিরোধ চিরকালের জন্য জারীও হইয়া যায়, তবুও তোমরা কোরআনকে পরিত্যাগ করিবে না। যদি তোমরা বুঝিতে পার যে কোরআন এই কথা বলিতেছে, তাহা হইলে কোরআনকেই শক্তভাবে ধরিয়া রাখিবে। এই জন্য উপরোক্ত দৃষ্টান্ত এখানে প্রযোজ্য নহে।

অতএব এই দৃষ্টিকোন হইতে আহমদীয়া জামাতের অবস্থান ও যুক্তি খুবই সুস্পষ্ট। কোরআন তোমাদিগকে (পাকিস্তানের শরিয়তী আদালত) কি ক্ষমতা দান করে? প্রথমে দেখিতে হইবে, কোরআন তোমাদের বাদশাহকে কি ক্ষমতা দান করে? অবশ্য তৎপূর্বে বাদশাহতো বানাও। অতঃপর অন্য কিছু বিবেচনা করা যাইবে। যদি বেচারা বাদশাহের ক্ষমতাই কিছু না থাকে, তবে তোমাদের ক্ষমতা আর কি হইবে? যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকেও এবং যদি ধরিয়া নেওয়া যায় যে তোমাদের ক্ষমতা এত বেশী যে, স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ) তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তবুও যদি তোমরা কোরআন বিরোধী রায় দাও, তবে একটি দলও তোমাদের রায়কে মানিয়া নিবে না। এই ব্যাপারে প্রত্যেক দলই স্বাধীন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা এখন ইহাদের রায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া নিন।

বস্তুতঃ এই বিষয়ে খোদা ছাড়া অন্য কেহ যথার্থ রায় দান করিতে পারে না। সুতরাং এই বিষয়ে কোরআন করীম খুবই সুস্পষ্ট শিক্ষা দান করিতেছে। কোরআন করীম বলিতেছে ان الحكم الا لله - يقضى الحق و هو خير الفصلين (সুরা আন আম আয়াত, ৫৮) সত্যের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কেহ রায় প্রদানকারী নাই। তিনিই সত্য বর্ণনা করেন। তিনিই খোলাখুলি বলিয়া দেন যে, সত্য কাহার সংগে আছে এবং তাঁহার শক্তিও আছে। রায় প্রদানের সহিত শক্তির সমাবেশ হওয়া জরুরী। রায় যদি কেবলমাত্র পরামর্শের আকারে হয়, তাহা হইলে উহার কোন পদমর্যাদাই থাকে না। খোদাতায়ালা বলেন, আমি যে রায় প্রদান করি, উহাকে কার্যকরী করিয়া দেখানোর জন্য আমার শক্তি আছে। الا له الحكم و هو اسرع الحسبين (সুরা আনআম

আয়াত ঃ ৬৩) "খোদা যখন রায় দান করেন, তখন সাথে সাথে তিনি হিসাব নিকাশও করেন এবং আল্লাহই সবচাইতে অধিক দ্রুত হিসাব নিকাশকারী।" ইহা বলার পর তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়া বিরুদ্ধবাদীদিগের সম্বন্ধে বলাইতেছেন যে, ধর্মীয় মতবিরোধের ব্যাপারে যাহারা তোমাকে স্বীকার করে না, তাহাদের ও তোমার মধ্যে খোদা ব্যতীত কেহ মীমাংসা করিতে পারিবে না। এই অবস্থায় فاصبروا حتى يحكم الله بيننا و هو خير الحكمين (সূরা আ'রাফ আয়াত ৮৮) একটাই এলান হইতে পারে যে, সবুর কর। আল্লাহ চূড়ান্ত মীমাংসা দান করিবেন এবং তিনি উত্তম মীমাংসা দানকারী।

অতএব ইহাই হইল আহমদীয়া জামাতের বক্তব্য এবং প্রতিপক্ষের নিকট প্রত্যেক আহমদীকে ইহাই বলা উচিত যে, الله اسرع الحسبين তিনিই উত্তম মীমাংসা দানকারী। অতএব তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং দেখ, খোদার অমোঘ বিধান কাহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করে এবং কাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। একটি আদালত আজ বসিয়াছে। অন্য একটি আদালত কেয়ামতের দিন বসিবে। জানিনা ঐ আদালতে কোন্ কোন্ বাদশাহকে উপস্থাপন করা হইবে এবং কাকে কাকে করা হইবে না। জানিনা ঐ শরিয়তী আদালত কি ধরণের হইবে এবং এই সকল বাদশাহর ঐ দিন কি দশা হইবে। উক্ত আদালতে এই সকল বিষয় পেশ হইবে। বিচকারদের বিচারক (খোদা) কিছু রায় এই পৃথিবীতেই দিয়া দিবেন। আমরা জানি তিনি নিশ্চয়ই রায় দিবেন। কিন্তু চূড়ান্ত রায় উহাই যাহা কেয়ামতের দিন দেওয়া হইবে। ঐ দিন বুঝিতে পারিবে যে, কাহারা সত্যবাদী ছিল এবং কাহারা খোদার করুণার স্নীগ্ধ ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করিত এবং কাহারা খোদার রোষাগ্নিতে জীবন অতিবাহিত করিত। কিন্তু তাহাদের জ্ঞান ছিলনা যে, তাহারা পৃথিবীতে কি অবস্থায় জীবন যাপন করিত।

ইহার আরো কতগুলি দিক আছে যাহা আমি, ইনশাআল্লাহ্‌তায়ালা, পরবর্ত্তী খোৎবায় বর্ণনা করিব। আমি দুই প্রকারের নির্দেশ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছি। উহাদের একটি হইল এই, যাহা কোরআনী শরিয়ত ভিত্তিক বিচার সম্পর্কিত এবং অপরটি হইল এই যাহা সরকারের সহিত সম্পৃক্ত। উভয় ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচারকে মৌলিক শর্ত হিসাবে কায়েম করা হইয়াছে। অতএব এখন দেখিতে হইবে যে, পাকিস্তানের শরিয়তী আদালত কি ধরণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং পাকিস্তান সরকারই বা কি ধরণের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিতেছে? যখন এই বিষয়টি উদঘাটন করা হইবে তখন আপনাদের সকলের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতিয়মান হইবে যে, ইহাদের রায়ের কোন মর্য্যাদা ও গুরুত্ব আছে কিনা। যেহেতু এখন আর সময় নাই, অতএব আমি, ইনশাল্লাহতায়ালা, আগামী খোৎবায় এই দিকটির উপর আলোকপাত করিব যে, ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তাহারা কার্যতঃ কি করিয়াছে। ইহাতো ছিল কেবলমাত্র আইনগত একটি বিতর্ক যে, কোরআন কোন্ কোন্ অধিকার দান করে না। ইনশাল্লাহতায়ালা আগামী খোৎবায় আমি আপনাদের নিকট বর্ণনা করিব যে, ইহারা (পাকিস্তানের শরিয়তী আদালত) কি ন্যায় বিচার করিয়াছে, এবং কোরআনের দৃষ্টিকোণ হইতে যথার্থ ন্যায়বিচার কি, ও পাকিস্তানের শরিয়তী আদালতের দিক হইতে এবং পাকিস্তান সরকারের দিক হইতে উক্ত বিচার কি পদমর্য্যাদা ও গুরুত্ব বহন করে।

খোৎবা সানিয়ায় হুজুর বলেন ঃ—

জামাতের একজন খুবই দোওয়াগো (যিনি বেশী বেশী দোওয়া করেন) এবং কাশফ্ (দিব্যদর্শন) ও ইলহামের (খোদার নিকট হইতে বাণী লাভ) অধিকারী বুজুর্গ মাষ্টার মোহাম্মদ বখশ সাহেব সোলংগী ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে পত্র আসিয়াছে যে, তাঁহার খুবই ঐকান্তিক আকাঙ্খা ছিল, যাহা তিনি বারবার ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি যেন তাঁহার নামাজে জানাযা পড়াই। এমনিতেই যেহেতু তিনি জামাতে একটি বিশেষ নেকীর মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, আমারও আকাঙ্খা ইহাই যে আমি তাঁহার নামাজে জানাযা পড়াই। তিনি ছাড়াও শিয়ালকোটের একজন সিলসিলার প্রবীন খাদেম মোকাররম খাজা আবদুর রহমান সাহেব ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত খানদান খোদার যজলে এখলাসের দিক হইতে খুবই উন্নত। অতএব এই দুই ব্যক্তির নামাজে জানাযা জুময়ার পরে পড়ান হইবে।

অনুবাদ ঃ **নজির আহমদ ভূঁইয়া**

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(১৭ই আগষ্ট, ১৯৮৪ইং লণ্ডনে প্রদত্ত)

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

এখন আমি কোন কোন বন্ধুর চিঠি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিতে চাই। পাকিস্তান হইতে আমার নিকট অনেক চিঠি-পত্র আসিয়া থাকে। তাহারা ইংল্যান্ডের জামাতের বিভিন্ন ব্যক্তিকেও চিঠি লিখিতে শুরু করিয়াছে যে, আমাদের যতখানি শক্তি ও সামর্থ্য ছিল আমরা খেলাফতের হেফাজতের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আপনাদের উপরও দায়িত্ব আছে। এখন আপনারা এই দায়িত্ব পালন করুন। আবেগের দিক হইতে তো এই কথা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এমনিতে ইংল্যান্ডের জামাতের প্রতি কুধারণা পোষণ করার অধিকার কাহারো নাই। যুগ-খলিফা যেখানেই যাননা কেন, তিনিতো শেষ পর্যন্ত আহমদীয়া জামাতেই যান। পাকিস্তানের আহমদীরা খলিফার অধিক খেয়াল রাখিত এবং এখানকার (ইংল্যান্ডের) আহমদীরা কম খেয়াল রাখে, এই ধরণের কথা বলা সম্পূর্ণরূপে ভুল। অতএব তাহারা ইংল্যান্ডের জামাতের যে সকল ব্যক্তির নিকট চিঠি লেখে, প্রথমতঃ তাহাদের (ইংল্যান্ডের আহমদীদের) এই কথা বুঝা উচিত যে তাহারা এই অর্থে চিঠি লেখেনা যে, ঈমানের দিক হইতে ইংল্যান্ডের আহমদীয়া জামাতকে তাহারা নিজেদের চাইতে নিম্ন পর্যায়ের মনে করে। বরং ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ভালবাসার আবেগে এইরূপ সময়ে এমনি ধরণের কথা মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ ইসলামের ইতিহাস হইতে জানা যায়, যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর বিপদ আপতিত হইত তখন সাহাবাগণ (রাঃ) এই ধরণের কথা বলিতেন। কোন কোন ব্যক্তি শহিদ হওয়ার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে এই ধরণের আখেরী পয়গাম (শেষ বাণী) দিয়া গিয়াছেন। ইহার অর্থতো এই ছিলনা যে, তাহারা অধিক ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং অন্যেরা ধর্মপরায়ণতার দিক হইতে তাহাদের পাশ্চাতে ছিলেন। বরং ইহা ভালবাসার প্রকাশ। ইহার চাইতে অধিক উক্ত পয়গামের কোন অর্থ নাই।

কিন্তু যদি কাহারো মনে সত্য সত্যই এই কুধারণা থাকে যে, ইংল্যান্ডের জামাত তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতেছে না, তাহা হইলে আমি এই কুধারনা দূর করিয়া দিতে চাই। কেননা ইংল্যান্ডের জামাত তাহাদের সামর্থ্যের উর্দ্ধে না হইলেও, তাহাদের সামর্থ্যের মধ্যে থাকিয়া নিজেদের দায়িত্ব পালন করিতেছে। তাহারা এত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং এত ভালবাসা, উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সহিত উহা গ্রহণ করিয়াছে যে, কোন কোন লোক তাহাদের দিবা-রাত্রি এক করিয়া দিয়াছে। আমি জানিনা তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত কাজ-কর্ম করার জন্য সময় কোথা হইতে পায়? এক নওজোয়ানকেতো আমি জোর পূর্বক মজলিসে-ইরফান হইতে উঠাইয়া তাহার গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কেননা তাহার মেয়ের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তাহার সম্বন্ধে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সে এত ভোরে উঠে যখন সমস্ত লোক বিছানায় শায়িত থাকে এবং জামাতের খেদমতের জন্য নিজের কাজ হইতে সরাসরি এখানে (আহমদীয়া জামাতের লণ্ডনস্থ মসজিদ) আসিয়া পড়ে এবং রাত্রি বারটা/একটার সময় সে গৃহে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করে তখন সকলে শুইয়া পড়ে। আমিতো জানিই না, সে জীবিকার জন্য কি কাজ করে এবং কোথায় থাকে। তাহার স্ত্রী সম্ভবতঃ জানে যে, সে কখন গৃহে ফিরে। কিন্তু কমপক্ষে এই কথা বলা যায় যে, সে স্ত্রী ও সন্তানদের সহিত সম্পর্কহীন হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অবস্থা কেবল মাত্র এই ব্যক্তিরই নয়। এমন অবস্থা এখানে বহু লোকের।

আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে যে সকল খাদেম আনসার ও মহিলা এখানে খেদমত করিতেছেন, পার্থিব দৃষ্টিতে যদি তাহাদের সময়ের মূল্য হিসাব করা হয়, তবে ইংল্যাণ্ডের আহমদীয়া জামাত বাৎসরিক যে সময় কোরবানী করিতেছে উহার মূল্য অনূন্য আড়াই তিন লক্ষ পাউণ্ড হইবে। ইহাও দেখিতে হইবে যে, সমস্ত ডাক রাবওয়াতে প্রাইভেট সেক্রেটারী দফতর সামাল দিত এবং বর্ত্তমানে উক্ত ডাক ইংল্যাণ্ডের জামাত সামাল দিতেছে এবং খুবই উত্তমরূপে সামাল দিতেছে। অনুরূপভাবে নিরাপত্তার সকল দায়িত্ব এখানে কেবলমাত্র একজনের উপর ন্যাস্ত হইয়াছে। রাবওয়ায়তো নিরাপত্তার জন্য একটি বড় বাহিনী ছিল। ইহা ছাড়াও তাহাদের আরো অনেক কাজ আছে। তাহাদের নিজেদের খাদ্য দ্রব্য তাহারা নিজেরাই পাক করে। রাবওয়ায় তো লংগরখানা মওজুদ ছিল কিন্তু এখানে যাহারা খায়, তাহারা নিজেরাই পাক করিয়া খায়। মহিলারাও অনেক খেদমত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাহারা বলিয়া কহিয়া কতগুলি কাজ নিজেদের দায়িত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব সমগ্র জামাতের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব যাহা খেলাফতের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ঐ সকল দায়িত্ব এখানকার জামাত বড়ই উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত সামলাইয়া লইয়াছে।

অতএব ভালবাসা প্রকাশ করিতে গিয়া আপনারা যাহা ইচ্ছা লিখিয়া দিন, ইহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু কুধারণা করিবেন না। আমি বহির্বিশ্বের আহমদীদিগকে পয়গাম দিতেছি যে, এইরূপ জামাতের (ইংল্যাণ্ডের জামাত) জন্য দোয়া করুন। ইহা আপনাদের কর্তব্য। তাহাদের উপর আল্লাহতায়ালা যে দায়িত্ব বর্তাইয়াছেন, তাহারা ঐ গুলি বড়ই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত সুষ্ঠুরূপে পালন করিয়া যাইতেছে।

কোন একজন বন্ধু তাহার চিঠিতে আরও একটি কথা লিখিয়াছে। এই সম্বন্ধে আমি পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এই বিষয়টি আমি আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চাই। কথাতো নিজের জায়গাতেই আছে। কিন্তু তরবিয়ত করা ও বুঝানো আমার কর্তব্য যে, কোরআন কোথায় কি তাগিদ করিতেছে এবং কোন্ ধরণের চিন্তা ও দুঃখ করা উচিত ও কোন্ ধরণের চিন্তা ও দুঃখ করা উচিত নয়। অতএব আপনাদের আবেগকে মারিয়া ফেলার জন্য নয়, বরং উহার গতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আমি মাঝে মাঝে তরবিয়তী কথা বলিয়া থাকি। উদাহরণ স্বরূপ, অনেক ব্যক্তি আমাকে চিঠি লিখতেছে যে, তুমি আমাদের জন্য চিন্তা ও দুঃখ করিওনা। তোমার অন্য যাহা কিছু মর্জি কর। ইহা সম্পূর্ণ ভুল কথা এবং নীতিগতভাবে ইহা একটি অর্থহীন কথা। তাহারা কোন ব্যাপারে পার্থক্য করে না। কোরআন করীম যখন এই কথা বলে যে :— تتنزل عليهم الملئكة الا تخافوا و لا تحزنوا তাহাদের উপর ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে যে চিন্তা করিও না, তখন তাহারা উহার অর্থ বুঝে না। নিশ্চয়ই ইহার অর্থ এই নয় যে, ধর্মের জন্য চিন্তা করিও না। যদি ইহার অর্থ এই করা হয় যে, ধর্মের জন্য চিন্তা করিওনা এবং নিজ মুসলমান ভাইদের জন্যও চিন্তা করিও না, তাহা হইলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তো কোন চিন্তা করাই উচিত

ছিল না। তাঁহার তো নিজের জন্য কোন চিন্তাভাবনাই ছিল না। তিনিতো পৃথিবীকে বিসর্জন করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সংগেতো তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। পৃথিবীর সংগে তিনি সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন ছিলেন। পৃথিবীর সংগে তাঁহার সম্পর্ক ততটুকুই ছিল, যতটুকু খোদা নির্দেশ দিয়াছিলেন।

ধর্মের অর্থ যদি এই করা হয় لا تحزنوا যে, ফেরেশতা অবতীর্ণ হইতেছিল এবং বলিতেছিল "চিন্তা করিও না" তাহা হইলে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে কে চিন্তা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল? ঐ ক্ষেত্রে لا تحزنوا এর অর্থ ভিন্ন। উহার অর্থ হইল لا تحزنوا على ما فاتكم অর্থাৎ ঐ জিনিসের জন্য চিন্তা ও দুঃখ করিও না, যাহা খোদার পথে তোমরা কোরবানী করিয়াছ। কেননা খোদা তোমাদিগকে অনেক বেশী করিয়া দান করিবেন। এমনিতেও যখন তোমরা খোদার জন্য কোরবানী কর, তখন দুঃখ বা চিন্তা করার প্রশ্নই উঠে না। কেননা প্রিয়ের ভালবাসা তোমরা জয় করিয়াছ। একই সংগে তোমরা দুইটি বস্তুই কি ভাবে লাভ করিতে চাও? যদি তোমাদের কোরবানীতে প্রাণ থাকে, যদি তোমাদের কোরবানীর মহান উদ্দেশ্য থাকে এবং যদি কোন মহান সত্তার ভালবাসা লাভ করার জন্য তোমরা কোরবানী করিয়া থাক, তাহা হইলে তো ঐখানেই সব কথার পরিসমাপ্তি ঘটা উচিত। যখন খোদার জন্য কোরবানী করিয়াছ, তখন কথা শেষ হইয়া গেল।

দুঃখ বা চিন্তা না করার দ্বিতীয় কারণও আছে। খোদাতো ফিরাইয়া দেন এবং বদ্ধিভাকারে ফিরাইয়া দেন। এমতাবস্থায় চিন্তা করা নেহায়তই নির্বুদ্ধিতার কাজ। এই বিষয়টি কোরআন করীম বিষদ ভাবে বারবার বুঝাইয়া দিয়াছে। ولا تحزنوا এর ইহাই অর্থ। ধর্মের জন্য চিন্তা না করার প্রশ্নই উঠে না। যেখানে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কোন এক উপলক্ষে নিষেধ করা হইয়াছিল যে, যাহারা আল্লাহর দীনকে অস্বীকার করে, তুমি তাহাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করিও না, সেখানেও বস্তুতঃ যাহা তোমাদের হাত হইতে খোয়া গিয়াছে উহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। মুসলমানদের জন্য চিন্তা করার ব্যাপারে কোথায়ও নিষেধ করা হয় নাই। بالمؤمنين رؤوف رحيم বলা হইয়াছে। মোমেনদের জন্য তিনি ছিলেন অপরিসীম কোমল ও দরদী। যে সমস্ত লোক এতই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে যে তাহারা মুসলমান হইতে পারে নাই এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে যাহারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাহাদের চূড়ান্তরূপে নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে—তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তা না করার জন্য রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে এই আয়াত অনুযায়ী যে, لا تحزنوا على ما فاتكم যাহারা তোমাদের নিকট হইতে হারাইয়া গিয়াছে।

কোরআন করীমে সংগতি আছে। ইহাতে কোন অসংগতি নাই। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহতায়ালা বুঝাইয়াছেন যে, যে সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য চিন্তা করিও না। এই ব্যাপারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামের হৃদয় এতই কোমল ছিল যে, কোন কোন কাজ করিতে না পারা তাঁহার জন্য নাফরমানী ছিল না। বরং উহা ছিল অন্যের জন্য তাঁহার স্বভাবজাত ব্যাকুলতার ফলশ্রুতি। খোদা বলেন, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাদের জন্য নিশ্চয়ই অশ্রু বিসর্জন করিতেন। যুগপত তিনি নিজের আবেগকেও সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করিতেন। যে ব্যক্তির হৃদয় কোমল, সে স্বভাবতই কষ্ট পাইয়া থাকে। কেননা এমন হইতেই পারে না যে, মানুষ তাহার ক্ষমতার বাহিরে কিছু করে। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালামের কবিতা পড়িলে এইরূপ বেদনাদায়ক দৃশ্যাবলী দেখিতে পাওয়া যায়:

کیا مرے دلدار تو آئیگا مرجانے کے دن ؟
شور کیسا ہے ترے کوچے میں لے جلدی خبر
خون ہونہ جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا

(হে দরদী, তুমি কি আমার মরনের পরে আসিবে? তোমার গলিতে কি শোর উঠিতেছে জলদী উহার খবর লও। কোন পাগল প্রেমিক যেন খুন না হইয়া যায়—অনুবাদক)। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কবিতাগুলি একবার পড়িয়াতো দেখুন। কোন সাহাবী তাঁহাকে লিখিয়াছিল যে, আমাদের জন্য চিন্তা করিবেন না। একবারের জন্যও তাহারা এমন কথা লেখেন নাই।

এতএব, না আমি আপনাদিগকে চিন্তা করিতে বারণ করিব, না আপনারা আমাকে চিন্তা করিতে বারণ করিবেন। তাহাছাড়া জামাতের বর্ত্তমান অবস্থায় চিন্তা না করার পরামর্শ দেওয়ার বোকামী। কেননা চিন্তাতেই আজ আমাদের জন্য এক সম্পদ ও এক ধনভাণ্ডার। চিন্তা ও দুঃখের শক্তি দ্বারাইতো আমরা এই ময়দানে জয়লাভ করিব। চিন্তা কি জিনিষ? চিন্তা ঐ জিনিষ যাহা মোমেনকে খোদার দিকে আকর্ষণ করে এবং চিন্তার ফলেই তাহার বিগলিত চিত্ত হইতে দোওয়া নির্গত হয়। সুতরাং চিন্তা না থাকিলে আমরা দোওয়া কি ভাবে করিব? অতঃপর আপনারা ইহাও বলিবেন যে, দোওয়া করাও ছাড়িয়া দাও। নিরস ও নিষ্প্রাণ দোওয়ার কি কোন মূল্য আছে? উহাতো মূল্যহীন। এইজন্য আমি আপনাদিগকে চিন্তা করিতে বারণ করি নাই। বরং আমি বলিয়াছিলাম যে, যতদিন পর্যন্ত খোদার আদেশ শুভ সংবাদ লইয়া অবতীর্ণ না হয় এবং আপনাদিগকে এই কথা বলে যে এখন তোমরা চিন্তা করিও না, ততদিন পর্যন্ত চিন্তা করা হইতে বিরত হইবেন না। ইহাতো আপনাদের জন্য ধনভাণ্ডার: ইহাতো আপনাদের জন্য ঐশ্বর্য। চিন্তাগ্রস্ত হইলেইতো আপনারা দোওয়া করিবেন। চিন্তা না আসিলে আপনারা দোওয়া কি ভাবে করিবেন? হ্যাঁ, ইসলাম সব বিষয়ে উত্তম তরবিয়ত দান করে এবং সব কিছুকে বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ করে এবং উত্তম পদ্ধতিতে আবদ্ধ করে। ইসলাম বলে যে, চিন্তা সংগে করিয়া পৃথিবীর সামনে ঝুলি লইয়া ফিরিও না। বরং বলা হইয়াছে যে, তোমাদের চিন্তাকে খোদার দরগায় অশ্রুর বন্যায় রূপান্তরিত করিয়া দাও, যেন প্রতিটি চিন্তা তোমাদের কাজে লাগিয়া যায় এবং কিছুই অপচয় না হয়। ইহাতো ঠিক কথা।

চিন্তার আরও একটি দিক রহিয়াছে। মানুষ মনে করে যে, চিন্তার ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। এই ব্যাপারে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আমি আপনাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাই। কেননা কোন কোন লোক যাহারা আমাকে চিঠি লেখে, তাহারা চিঠিতে এই কথাও লেখে যে, আমরা ভয় করি আপনার স্বাস্থ্য না খারাপ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহর ফজলে আমার স্বাস্থ্যেরতো উন্নতি হইয়াছে এবং পূর্বের তুলনায় আমি নিজের মধ্যে অধিক শক্তি অনুভব করি। এতএব ইহা আপনাদের ভুল ধারণা যে, আমার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া গিয়াছে। আপনাদিগকে আমি বলিতে চাই যে, চিন্তায় স্বাস্থ্যহানী ঘটে না। আপনারা অবাক হইবেন যে, এই ব্যক্তি কিরূপ কথা বলিতেছে? কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে আপনাদিগকে বলিতেছি। চিন্তা দুই ধরণের হইয়া থাকে। এক ধরণের চিন্তা উহা, যাহা হতাশা ও অস্থিরতার ফলশ্রুতিতে জন্ম লাভ করে। উহাতে কোন আশার আলো থাকে না। উহাতো বস্তুতঃ ما فاتكم ওয়ালা চিন্তা। অর্থাৎ কাহারো প্রিয়জন মারা গেলে সে অসহায় হইয়া পড়ে। সে তাহার জন্য সারা জীবন ধরিয়া কাঁদিতে থাকে। কিন্তু সে তাহার প্রিয়জনকে আর ফিরিয়া পায় না। এই ধরণের চিন্তা করিতেতো খোদা প্রথমেই বারণ করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য মোমেনতো এই জাতীয়চি ন্তা করে না। ইহাই ঐ চিন্তা যাহা স্বাস্থ্যকে বিনাশ করিয়া দেয়। ইহা ঐ চিন্তা যাহার দরুন মায়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইয়া পড়ে ও তাহাদের অন্তর জ্বলিয়া যায়।

কিন্তু আরও একটি চিন্তা আছে, যাহা স্বাস্থ্যের বিনাশ ঘটানোর পরিবর্তে স্বাস্থ্যের শ্রী বৃদ্ধির কারণ হয়। বরং বলা উচিত যে, এই চিন্তা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য্য। যখন স্নায়বিক অস্থিরতা সৃষ্টি হইয়া যায়, যখন ভয়ানক ভীতিপ্রদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা চলিতে থাকে, এবং যখন ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তিগণকে অশ্লীল বাক্য বর্ষণ করা হয় যাহাদের জন্য মানুষ জীবন দিতে প্রস্তুত, এবং যখন চারিদিকে কেবল অসহায়ত্ব বিরাজ করে, এমতাবস্থায় যদি কেহ চিন্তা না করে তবে সে মারা যাইবে। যদি সে নিজের উপর জোর খাটায় এবং চোখের পানিকে আটকাইয়া রাখে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সে কিছুই করিবে না এবং সে জোর করিয়া হাসার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে অসুস্থ হইয়া পড়িবে। অথবা উন্মাদ হইয়া যাইবে। এমনও হইতে পারে যে, এই জাতীয় লোক কিছু দিন পরে আত্মহত্যা করিতে শুরু করিবে। অতএব খোদা যখন তাঁহার পথে চোখের পানি বহাইবার সুযোগ কাহাকেও দান করেন, তখন তাহার দেহ ও মনের সমস্ত অস্থিরতা দূর হইয়া যায়। তখন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে এবং চিন্তা ও দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে। সুতরাং ঐ চিন্তা যাহা খোদার আশীষ, উহাকে আশীষ মনে করাই উচিত। ইহাই সহজ সরল কথা।

যাহাহউক মানুষ আবেগের বশে অনেক কথাই বলিয়া ফেলে। কিন্তু যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার বোকামীকেও কোন কোন সময় সরলতা বলিয়া আখ্যায়িত করিতে হয়।

যেহেতু আমিও আপনাদিগকে ভালবাসি, অতএব আমাকেও বলিতে হয় যে, আপনারা খুব সরল ও সাদাসিদা কথা বলেন। আপনারা ইহাই বলিতে চান যে, আমি যেন চিন্তা ও দুঃখ করিয়া নিজের স্বাস্থ্য বরবাদ, না করি। যাহাহউক, আল্লাহর পথে চিন্তা একটি নেয়ামত এবং ইহা তাঁহার তরফ হইতে একটি আশিষ,। চিন্তাকে যখন মানুষ দোওয়াতে পরিণত করে, তখন উহা রহমতে রূপান্তরিত হয়। ইহা যখন স্নায়বিক অস্থিরতা দূর করে, তখন ইহা রহমতে পরিণত হয়। অতএব এই বিষয়টিকে শেষ করা যাক। আপনারাও শেষ করুন এবং আমাকেও শেষ করিতে দিন।

তোমাদের দুঃখ ও চিন্তাকে খোদার রাস্তা ছাড়া অন্য কোন রাস্তায় ধাবিত করিও না। ইহা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসায় পরিবর্তিত করিও না। ইহাকে অসহিষ্ণুতায় পরিবর্তিত করিও না। ইহাকে হতাশায় পরিবর্তিত করিও না। যদি তোমরা কামেল একিনকে আঁকড়াইয়া ধর তাহা হইলে দেখিবে যে, চিন্তা ও দুঃখ তোমাদের জন্য এবং জামাতের জন্য কত বড় রহমতে পরিণত হয়। সব বিষয় জ্ঞান গরিমার সংগে অনুধাবন করিয়া নিজেদের প্রতিক্রিয়া নির্দ্ধারণ করাই মোমেনের উচিত। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তাঁহার সন্তুষ্টির পথে চলার সামর্থ্য দান করুন। আমীন।

(ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত খোৎবা হইতে অনুদিত)

অনুবাদ : নজির আহমদ ভুঁইয়া

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক ঃ—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।
১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন ঃ ২৫৯০২৪

তাহরীকে জদীদের নববর্ষের ঘোষণা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

তাহরীকে-জদীদের ৫০ বৎসর অতিক্রান্ত ওয়াদার পরিমাণ এক কোটি টাকার উর্ধে দাঁড়াইয়াছে।

ওয়াদার পরিমাণ বাড়াইবার ক্ষেত্রে লাজনা এমাউল্লাহর প্রচেষ্টায় সন্তোষ প্রকাশ।

তাহরীকে-জদীদের চাঁদা-দাতাগণের সংখ্যা পাঁচ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজারে উন্নীত হইয়াছে।

যতজন চাঁদা-দাতা কমপক্ষে ততজন সকলই যেন তবলীগে আত্ম-নিয়োজিত হন।

ফ্রেন্স ইটালিয়ান এবং রাশিয়ান ভাষায় কুরআন করীমের তরজমাসমূহ প্রকাশ হওয়ার পথে।

লণ্ডনস্থ মসজিদের ফজলে প্রদত্ত জুমুয়ার খোৎবার সারাংশ।

লণ্ডন : ২৬শে অক্টোবর, সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) আজ এখানে মসজিদে-ফজলে তাহরীকে-জদীদের একাত্তম বর্ষের ঘোষণা করেন। হুজুর বলেন যে আল্লাহতায়ালার ফজল ও করমে তাহরীকে জদীদের পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্তে ওয়াদার পরিমাণ এক কোটি রুপিরও উর্ধে দাঁড়াইয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

হুজুর বলেন, আমি বিগত বৎসর খাহেশ প্রকাশ করিয়াছিলাম যে তাহরীকে জদীদ প্রতিষ্ঠায় পঞ্চাশ বর্ষ অতিবাহিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জামাত যেন তাহাদের ওয়াদা এক কোটিতে পৌঁছায়। সুতরাং জামাত আল্লাহতায়ালার ফজলে এক কোটি তিন লক্ষ উনসত্তর হাজার চারশত চৌত্রিশ (১,০৩,৬৯,৪৩৪) রুপী অংকের ওয়াদা পেশ করিয়াছে। ফাআল-হামদুলিল্লাহে আলা যালেক্।

হুজুর বলেন, ইনশাআল্লাহ শতাব্দী অতিবাহিত হইলে এই ওয়াদা কয়েক অর্বুদ টাকায় উপনীত হইবে।

হুজুর (আইঃ) এই প্রসঙ্গে বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া বলেন যে, দফতরে আওয়ালের মুজাহেদীনের এক বিশেষ মোকাম ও মর্যাদা রহিয়াছে। এই দলটি বেশীর ভাগ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সাহাবা এবং পরবর্তী কালের বুজুর্গানের সমন্বয়ে গঠিত। তাঁহাদের হক্ক এই যে, তাঁহাদের কুরবানী যেন তাহাদের জীবনোত্তরও জারী রাখা হয় এবং এই সকল মুজাহিদের সন্তানগণ যেন তাহাদের পিতৃ-পুরুষদের কুরবানীগুলিকে পুনর্জীবিত করেন, কিয়ামতকাল ব্যাপী সেগুলিকে সঞ্জীবিত রাখেন এবং নিজেদের ও পরবর্তী বংশধরদের গৃহগুলিকেও বরকত ও আশিসে ভরপুর করিয়া লইতে পারেন।

হুজুর আরও বলেন যে, দফতরে আওয়ালের এমন কিছু ওফাতপ্রাপ্ত মুজাহিদও থাকিতে পারেন যাঁহাদের কোন সন্তান নাই। তাহরীকে-জদীদ দফতর আমাকে ঐরূপ বন্ধুদের

নামের তালিকা সংগ্রহ করিয়া দিন। তাঁহাদের কুরবানী সমূহকে জীবিত রাখিবার উদ্দেশ্যে আমি তাঁহাদের পক্ষ হইতে তাহরীকে-জদীদের চাঁদা পরিশোধ করিব।

হুজুর বলেন, জামাতের প্রতিটি পদক্ষেপে সর্বদা পূর্বাপেক্ষা সমুখেই অগ্রসর হইয়া থাকে। এ বৎসর মুশকেলাত (বাধা-বিঘ্ন) থাকা সত্বেও পাকিস্তানের জামাত সমূহ তাহাদের ওয়াদা ত্রিশ লক্ষ হইতে বাড়াইয়া চল্লিশ লক্ষে পৌঁছাইয়াছে এবং তদনুসারেই উসলীও হইয়া চলিয়াছে এবং পাকিস্তানের বাহিরের জামাতগুলিও তাহাদের ওয়াদা তেপান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার (৫৩,৫৮০০০) হইতে বাড়াইয়া তেষট্টি লক্ষ উনসত্তর হাজারে (৬৩,৬৯,০০০) পৌঁছাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদের উসলীও সন্তোষজনক। আল-হামদুলিল্লাহ।

পাকিস্তানের জামাতগুলির মধ্যে বিশেষভাবে রাবওয়া এবং সাধারণভাবে ফয়সালাবাদ, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি,লাহোর, পেশোয়ার, কোয়েটা, হায়দারাবাদ ও করাচীর জামাতসমূহের ওয়াদা এবং উসলীর ক্ষেত্রে হুজুর (আইঃ) সন্তোষ প্রকাশ করেন। বহির্বিশ্বের জামাত সমূহের মধ্যে স্পেন, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, সিয়েরালিওন, লাইবেরীয়া, বার্মা ও সুইজারল্যাণ্ডের জামাত গুলির প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

হুজুর এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, বিগত দুই বৎসর কালে ওয়াদার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে ও উহা প্রধানতঃ দফতরে সোয়েমের কারণেই সাধিত এবং ইহাতে লাজনা এমাউল্লার প্রচেষ্টাও বেশ কিছুটা অবদান রাখিয়াছে। কেননা দফতরে-সোয়েমের ওয়াদা ও ওসলীর উন্নতি বিধানের দায়িত্ব লাজনার উপর ন্যাস্ত ছিল। আমাদের মহিলারা তাহাদের প্রচেষ্টার দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, আহমদী মহিলারা পর্দার মধ্যে থাকিয়া দুনিয়ার অন্যান্য মহিলা সংগঠণগুলির চাইতে কত অধিক খেদমত পালনে ও অবদান রাখিতে সক্ষম হইতেছে। হুজুর (আইঃ) তাহরীকে-জদীদের Practical side-এর দিকেও জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুজুর বলেন যে জামাতের ব্যক্তিবর্গ যতক্ষণ পর্যন্ত অবৈতনিক ও স্বেচ্ছাসেবমূলক ভাবে জামাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর উন্নতি সাধনের দিকে মনোযোগ হইবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দৌড় শুধু এক পায়ে ভর করিয়া দৌড়ানোর তুল্য হইবে। আমরা যদি এক পায়ের ভরে দৌড়ানোর দ্বারা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌছিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে আমরা যখন অপর পা অর্থাৎ ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছা-সেবক মূলক দ্বীনি খেদমতের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাও উহার সহিত শামিল হইয়া যাইবে তখন অবস্থা কিরূপ দাড়াইবে ?!

হুজুর বলেন, এই স্কীমের প্রথম ধাপে চেষ্টা করা হউক, যতজন চাঁদাদাতা, কমপক্ষে যেন ততজনই খাদেমে-দ্বীনের উদ্ভব হয়।

হুজুর বলেন, এখন আমি আর্থিক দিকটি ব্যতীত যে সকল আমলী (ব্যবহারিক) দিক রহিয়াছে সেগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। আমি ব্যক্তিগত তবলীগকে বাড়াইবার জন্য তাহরীক করিয়াছিলাম। জামাত যতক্ষণ ব্যক্তিগত পর্যায়ের তবলীগের দিকে

মনোযোগী না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উন্নতির কথাবার্তা, ইসলামের বিশ্বময় বিস্তার লাভের কথা-বার্তা শুধু স্বপ্ন হিসাবেই থাকিয়া যাইবে, এবং আমরা জীবিত হিসাবে টিকিয়া থাকিব বটে কিন্তু অন্যদের উপর প্রাধান্য লাভ, অন্যান্যদের মধ্যে অনুপ্রবেশ ও প্রভাববিস্তার করিয়া জাতিবর্গের পরিসংখ্যানে পরিবর্তন ঘটাইয়া দেওয়া অর্থাৎ যেখানে খৃষ্টান অধিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে যেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার উদ্ভব হয়। ইহার জন্য তো অসাধারণ কুরবানীর প্রয়োজন। অনেক দ্রুত পদবিক্ষেপের প্রয়োজন। এবং তাহা আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যেন মোবাল্লেগে পরিণত হয়—ইহা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। অতএব ইহার দিকে মনোনিবেশের প্রয়োজন। সূচনাকালে তাহরীকে-জদীদের চাঁদা-দাতাগণের যে সংখ্যা নির্ধারণ করা হইয়াছিল তাহা ছিল পাঁচ হাজার। এখন ঐ সংখ্যা বাড়িয়া পঞ্চাশ হাজারে উন্নীত হইয়াছে। সেজন্য আমি যে জামাতের নিকট পাঁচ লক্ষ মোবাল্লেগ চাহিয়াছিলাম, যদি উহাতে সময় লাগে এবং প্রকৃতপক্ষে উহা সময় সাপেক্ষ বটে কেননা মোবাল্লেগ তৈরী করা কোন সহজ কাজ নয় ; নিজের পূর্বেকার অভ্যাসগুলির সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করা কঠিন কাজ, যেমন একজন কেহ বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছে তবলীগ ব্যতিরেকে ; বন্ধুদের সহিত সে সম্পর্কের বাঁধন কায়েম করিয়াছে কিন্তু কখনও সে (তবলীগ প্রসঙ্গ লইয়া) কথা বলে নাই, তাহার পথে অনেক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা আসিয়া বাদ সাজিয়াছে, এমন এক ব্যক্তি যাহার সহিত তাহার যোগ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে তবলীগ অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, হঠাৎ তাহাকে তবলীগ করা সহজ ব্যাপার নয়—সেজন্য অনেক সময় লাগিবে। তারপর আবার তবলীগকে কার্যকরী ও তাৎপর্য-পূর্ণ পদ্ধতিতে পরিচালিত করা এবং সেই সঙ্গে তরবিয়ত হাসিল করা, শিক্ষার দিকে মনো-নিবেশ করা, লিটারেচার সংগ্রহ করা, তদপরি যে যে স্থানে যতজন আহমদীর যে ধরণের লিটারেচারের প্রয়োজন, জামাতের মধ্যে উহা সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য থাকা—এই নেজাম বা ব্যবস্থা সময় চায় এবং যতদূর জামাত আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় সংগঠনের সম্পর্ক, সেখানে ইহার দিকে মনোযোগ দেওয়া হইতেছে এবং আশা করা যায়, এক বৎসর কি দুই বৎসরের মধ্যেই ইনশাআল্লাহ্‌ বিপুল পরিমাণে প্রত্যেক ভাষায় জরুরী লিটারেচার সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত Tapes এবং Vidio Cassetes-এর আকারেও সাহায্যকারী উপকরণ সংগৃহীত হইবে। কিন্তু উল্লেখিত বাধা-বিঘ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম টার্গেট (লক্ষ্যবস্তু) আমি নির্ধারণ করিতেছি এই যে, যতসংখ্যক চাঁদাদাতা আছেন কমপক্ষে যেন তৎসংখ্যক (অর্থাৎ তাহারা সকলে) মোবাল্লেগ হইয়া যান। এবং আগাইয়া যাওয়ার জন্য এ তাহরীকটি যেন এক পা ভরে না থাকে, বরং ইহার দুইটি পাই সম্পূর্ণ হয়। মাত্র এক পা ভর করিয়াই দৌড়াইতে দৌড়াইতে ইহা কোথায় পৌঁছিয়াছে! খোদাতায়ালার ফজলে পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখুন, যখন এই দ্বিতীয় পা সম্পূর্ণ হইবে, তখন জামাত কত দ্রুত বেগে অগ্রসর হইবে! আপনারা কল্পনাও করিতে পারে না যে, কত আশ্চর্যকর Inpact (প্রভাব) পৃথিবীময় পড়িবে। যখন পঞ্চাশ হাজার চাঁদা-দাতাদের সহিত

পঞ্চাশ হাজার মোবাল্লেগ শামিল হইয়া যাইবে! এবং আমি ইহাতে আনন্দিত যে, সমস্ত জগৎ হইতে প্রাপ্ত চিঠি-পত্রের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে এই যে, মানুষের মধ্যে স্পৃহা ও উদ্দীপনার সূচনা ঘটিয়াছে এবং অনেকে তো নিজেদের গভীর উদ্বেগের কথা জানাইতেছেন যে, তাঁহারা এখন রাত্রিকালে শয্যাত্যাগ করিয়া আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করেন, হে খোদা! শীঘ্র আমাদিগকে ফল দান কর, আমাদের মনবাঞ্ছা পুর্ণ হউক।' সেজন্য আপনারাও দোয়ার দ্বারা সাহায্য করুন যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের শীঘ্র ফলদান করেন। তারপর আবার ফলদান সম্পর্কেও এরূপ ভাল ভাল ও সুন্দর সুন্দর সংবাদ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, অত্যন্ত আনন্দ বোধ হয়। এরূপ অঞ্চল হইতেও—যেখানে জামাতের বিরুদ্ধে কঠোর শত্রুতা বিরাজ করিতেছে সেখানে যাহাদের বিশেষ কোন জ্ঞান নাই এমন শিক্ষানবীস মোবাল্লেগদিগকে খোদা-তায়ালা ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তানের একটি কঠিন শত্রুতা কবলিত এলাকার একজন যুবক ইহা জানাইয়াছেন যে, তাহার তবলীগের ফলশ্রুতিতে একজন আহমদী হইয়া গেল। তাহার মাতাপিতা তাহার বিরোধিতাও করিল কিন্তু সে কায়েম থাকিল। সেই যুবক আবার আমাকে পত্র মারফত জানাইলেন যে, ঐ অবস্থায় সেই (নও-আহমদী) যুবক কুরবানী ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এবং এমতাবস্থায় তাহার খায়েশ এই যে, তাহার মাতা-পিতাও যেন আহমদী হইয়া যায়। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন যে, "আপনি যে পত্র আমাকে লিখিয়াছেন তাহা আমি সেই যুবকের মাতা-পিতার নিকট যাইয়া শুনাইলাম। যখন তাহারা সেই জওয়াব (হুজুরের পত্র) শ্রবণ করিতেছিল তখন তাহাদের চোখে আমি এরূপ চমক দেখিতে পাইলাম, যাহাতে আমি অনুভব করিলাম যে তাহারা এখন অবশ্য আসিয়াই যাইবে। সুতরাং আল্লাহতায়ালা ফজল করিয়াছেন এবং আজ যে পত্র পাইয়াছি উহার সহিত তিনি একটি মাত্র পরিবারের বারটি বয়েত পাঠাইয়াছেন। অতএব, প্রত্যেক স্থানে যেখানে খোদাতায়ালা আহমদীদের এখলাস ও নিষ্ঠার সহিত এবং দোওয়ায় রত থাকিয়া (প্রচেষ্টা চালাইবার) তওফিক দান করিতেছেন সেখানে ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমগ্র জগত হইতে সংবাদ আসিতেছে। আফ্রিকার দেশগুলি হইতে, যেখানে তবলীগ শুরু করা হইয়াছে খোদাতায়ালা ফল দান করিতেছেন। জার্মানীর জামাত একশত নুতন বয়েত করাইবার ওয়াদা করিয়াছিল এবং গতকল্যের সংবাদ অনুযায়ী ৬৫/৬৬ পর্যন্ত তাহাদের বয়েত সংখ্যা পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ হইল যাহারা কেন্দ্রীয় মেবো-ল্লেগের মাধ্যমে নয় বরং এই নতুন স্বেচ্ছাসেবী মোবাল্লেগদের মাধ্যমে আহমদী হইতেছে। এতদ্ব্যতীত, প্রস্তুতির যে সকল সংবাদ আমি পাইতেছি তাহাতে আমি অনুমান করিতে পারিতেছি যে, ইনশাআল্লাহ বৎসর শেষান্তে একশতেরও অধিক হওয়া কোন আশ্চর্য্যের ব্যাপার হইবে না। ইংল্যাণ্ডের জামাত বেচারা এই ময়দানে কিছুটা পিছাইয়াছিল এবং এখনও পিছনেই আছে। কিন্তু যাহারা কাজ শুরু করিয়াছে তাহাদিগকে খোদাতায়ালা ফল দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পূর্বেও যেমন আমি বর্ণনা করিয়াছিলাম, ইয়র্কশায়ারের দুইটি ফ্যামেলী—ডাঃ সাঈদ ও তাঁহার পরিবার এবং ডাঃ হামেদুল্লাহ খান ও তাঁহার পরিবার—তাঁহারা বড়ই তবলীগের দেওয়ানা। পূর্বে আল্লাহতায়ালার ফজলে এখান হইতেই একটি গ্রীক ফ্যামেলী আহমদী হওয়ার সুসংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। এখন সেখানে তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলেই দুইজন স্বামী-স্ত্রী যাহারা উভয়ে শিক্ষক, বিগত আনসারুল্লাহ ইজতেমায় শামিল হইয়া বয়েত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, দুইজন পাকিস্তানী ও তাহাদের সহকর্মী এক যুবক তাহাদেরই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে খোদাতায়ালার ফজলে আহমদী হইয়াছেন। তাঁহারা আরও লিখিয়াছেন যে, এখানে প্রবল ঝোঁক বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কয়েকজন ব্যক্তি এই অপেক্ষায় আছেন যে, আল্লাহতায়ালা স্বপ্নযোগে তাহাদের পথপ্রদর্শন করা মাত্রই তাহারা (আহমদীয়াত কবুলে) পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। এ ধরনের লোকও আছেন যাহারা পূর্বে আহমদীয়তের নাম পর্যন্ত শুনিতে চাইতেন না। সেখানে সুফী মুভমেন্টের সহিত জড়িত (ঐরূপ) একজন ব্যক্তি আহমদী হইয়াছেন।.....তেমনিভাবে সম্প্রতি এখানেই একজন মোরক্কোবাসী আহমদী হইয়াছেন।

হুজুর বলেন, ইংল্যাণ্ডের জামাতও আল্লাহতায়ালার ফজলে তবলীগের দিকে মনোযোগী হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু গতি এখনও মন্থর। আমাদের এখানে যতটুক Man Power (জনশক্তি) আছে, উহাকে যদি আপনারা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন এবং আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলই যদি আত্মনিয়োজিত হইয়া যায়, তাহা হইলে, ইনশাআল্লাহ নিঃসন্দেহে এখানে অনেক আজিমুশ্বান সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আপনারা বৎসরকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিমণ্ডল প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। তবলীগে আত্মনিয়োজিত জামাত গুলির অবস্থাই সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। মদ্যপায়ীদের (উর্দু ভাষায়) প্রবাদ আছে যে, "জালেম, তুমি তো পানই কর নাই, তুমি কি জানিবে ইহা কি জিনিস ?!" এই প্রবাদ সব চেয়ে বেশী মোবাল্লেগের উপর প্রযোজ্য হয়। যে মোবাল্লেগ (প্রচারকারী) তবলীগে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ইহার এই সুস্বাদ দান করেন যে তাহার দ্বারা যখন কেহ আহমদী হয়, তখন সে অন্যান্য-দিগকে মুখে না বলিলেও কার্যতঃ যেন বলে যে, "জালেম! তুমি তো পানই কর নাই; তুমি কি জান তবলীগে কি অস্বাদ এবং রুহানী সন্তান লাভে যে কত মজা ?!" এতদ্ব্যতীত রুহানী সন্তানদের ক্ষেত্রে, যাহারা (নিয়মিত) মোবাল্লেগের দ্বারা হাসিল হয় অথবা স্বেচ্ছাসেবীর দ্বারা হাসিল হয়—এতদ উভয়ের মধ্যে আর একটি পার্থক্যও রহিয়াছে। মোবাল্লেগের দ্বারা যাহারা আহমদী হইয়া থাকেন তাহারা বিভিন্ন এলাকায় বিস্তৃত লোক হইয়া থাকেন, যাহাদের মেযাজ মোবাল্লেগের মেযাজের সহিত সামঞ্জসপূর্ণ হওয়াটা জরুরী নয় এবং যাহাদের সহিত মোবাল্লেগের ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সম্পর্ক থাকে না—এরূপ লোকও তাঁহাদের দ্বারা আহমদী হইয়া থাকেন। এমতাবস্থায় মোবাল্লেগ যতজনকে আহমদী করেন তাহাদের তরবিয়ত দানের সুযোগ ও সামর্থ তাঁহার থাকে না এবং স্থানগত দূরত্বের দরুন কিংবা পারি-

বারিক সম্পর্কের অভাব বশতঃ তাহাদের উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ এতটা ব্যপকতা লাভ করিতে পারে না। একাধিক প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে তরবিয়তের ক্ষেত্রে এতটা সময় দিতে পারেন না। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের তবলীগের দ্বারা যে সকল ব্যক্তি আহমদী হন, সাধারনতঃ তাহাদের মধ্যে পূর্ব হইতে পারস্পরিক সম্পর্কাবলী বিদ্যমান থাকে, তাহাদের পরিবার একে অন্যের নিকটে যায়, ঘনিষ্ট হয়। এমতাবস্থায় যখন তাহাদের দ্বারা কেহ আহমদী হয়, তখন সহসা তাহাদের মধ্যকার মহব্বত বাড়িয়া যায়। এমনিধারায় প্রতিটি নবাগত আহমদী একটি তরবিয়তদানকারী পরিবার পাইয়া যায়। অতএব, তবলীগের আসল দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি ইহাই। সুতরাং আমি আশা রাখি যে, ইনশাআল্লাহ এই ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি সাধিত হইবে।

পরিশেষে হুজুর (আইঃ) জামাতকে এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করেন যে, বর্তমানে ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান ও রাশিয়ান ভাষায় কুরআন করীমের তরজমার কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার পর প্রকাশের অপেক্ষায় আছে এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সম্পূর্ণ সংস্থানও হইয়া গিয়াছে। ইটালিয়ান ও রাশিয়ান ভাষায় তরজমা প্রকাশের ব্যয়ভার বহণের জন্য জামাতের দুইজন মুখলেস ভ্রাতা অনুরোধ জানাইয়াছেন, যাহা হুজুর (আইঃ) মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ফেঞ্চ ভাষায় তরজমা প্রকাশের ব্যয়ভার শতবার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ড হইতে বহণ করা হইবে। ইনশা-আল্লাহুতায়ালা। [দৈনিক 'আল-ফজল' ২৯শে অক্টোবর '৮৪ইং ও আখবারে আহমদীয়া, (পঃ জার্মানী) নভেম্বর, ৮৪ সংখ্যা]

অনুবাদ :—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী)

ঢাকা বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিজ্ঞপ্তি

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, এবারও ঢাকা বিভাগীয় মজলিস দ্বিতীয় বাৎসরিক তালিমী তরবিয়তি ক্লাশ ও তৃতীয় বার্ষিক ইজতেমা করতে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ আগামী ১৪ই ডিসেম্বর, ৯৯৮৪ থেকে ৯৯শে ডিসেম্বর,৮৪ পর্যন্ত মোট ৫ দিন ক্লাশ অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০শে ডিসেম্বর ৮৪ থেকে ২১শে ডিসেম্বর '৮৪ মোট দুই দিন তৃতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত ক্লাশ ও ইজতেমায় বার্ষিক পরীক্ষার পর অবসর সকল ছাত্রদেরকে অবশ্যই উপস্থিত করাবেন। আশা করি আপনাদের মজলিস আমাদের এ মহতী ক্লাশ ও ইজতেমাকে সর্বাত্বক সহযোগিতা করবে এবং বেশী বেশী খোদ্দাম ও আতফাল উপস্থিত করানোর ব্যাপারে চেষ্টা জারী রাখবেন।

স্মরণ করানো যেতে পারে, প্রতি ছাত্রের জন্য ক্লাশের ও ইজতেমার ফি ১০০/টাকা ধার্য করা হয়েছে এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ বিছানা, প্লেট, গ্লাস, খাতা কলম, ইসলামী ইবাদত, কোরআন শরীফ ইত্যাদি সংগে আনতে হবে।

আল্লাহতায়ালা আপনাদেরকে নেক কাজে আরো বেশী বেশী বরকত দান করুন এবং হাফেজ ও নাসের হউন। ওয়াসসালাম

খাকসার

বিভাগী কায়েদ, ঢাকা বিভাগীয় মজলিসে খোঃ আঃ

মজলুম বনাম জালেম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

মৌলিক মানবাধিকারের সার্বজনীন স্বীকৃতি ঃ

পৃথিবীর সকল স্বাধীন দেশে সকল মানুষ কতকগুলি জন্মগত মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে—যার মধ্যে ধর্মীয় মত পোষন করা, ধর্ম পালন করা এবং শান্তি পূর্ণ পদ্ধতিতে ধর্ম প্রচার করা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। পৃথিবীর কোন সত্য ধর্ম এবং সত্য আদর্শ ধর্মীয় ব্যাপারে জোর-জুলুমের শিক্ষা দেয় নাই। তেমনিভাবে পৃথিবীর স্বাধীন ও সভ্য রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানে এবং জাতিসংঘের সর্ব-সম্মত ঘোষণাতেও ধর্মীয় স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছে। মানবীয় বিচার-বুদ্ধি ও বিবেক এবং সভ্য জগতের রীতি-নীতি কখনই একথা মানতে প্রস্তুত নয় যে, এক ব্যক্তির ধর্ম অন্য কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের আইন দ্বারা নির্ণীত হবে--সেই ব্যক্তি নিজেকে যে ধর্মের অনুসারী বলে ঘোষণা করে তদ্বারা নয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, কতিপয় উগ্রপন্থী মোল্লাশ্রেণী এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত বর্তমান পাকিস্তান সরকার এই সকল সার্বজনীন আদর্শ ও মানবাধিকার নীতি পদ-দলিত করে শান্তিপ্রিয় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কঠোর নির্যাতন মূলক অধ্যাদেশ জারী করেছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে জন্মগত মৌলিক অধিকার হতে তাদেরকে বঞ্চিত করছে। যে ধর্মের নামে তারা এই সকল নির্যাতন ও দমন-নীতির আশ্রয় নিয়েছে—সেই ধর্ম তথা ইসলাম কি তাদের এই নীতি সমর্থন করে? উদার মন ও মুক্ত বিচার-বুদ্ধি, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং বুজুর্গানে দ্বীনের অভিমতের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শান্তিবাদী ধর্ম ইসলাম এবং বিশ্বের রহমত বা কল্যাণ-রূপে আগমনকারী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কখনই এই ধরণের জোর-জবরদস্তি ও অমানবিক পথ ও পন্থা অনুমোদন করেন নাই।

(ক) পবিত্র কুরআনের আলোকে ঃ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলামে ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিবেকের স্বাধীনতা সুস্পষ্ট রূপে ঘোষিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সুরা বাকারার ৩৪ রুকুতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

"লা ইকরাহা ফিদ্দীন'—অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নিষিদ্ধ।

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে যে, ধর্মীয় মত-পার্থক্যের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকারী একমাত্র খোদাতায়ালা স্বয়ং। তাই বলা হয়েছে ঃ—

"আল্লাহ তাহাদের (পরস্পর বিরোধীদের) মধ্যে কেয়ামতের দিনে বিচার করিবেন সেই বিষয় সম্বন্ধে যাহাতে তাহারা মতানৈক্য পোষন করিয়াছে" (সুরা-বাকারা ১৪ রুকু)।

ইসলাম উপদেশ দানের উপর, যুক্তি জ্ঞান ও নিদর্শনের উপর জোর দিয়েছে—ধর্মের ব্যাপারে দমন-নীতি বা দারোগাগিরির অধিকার দান করেন নাই। এ সম্বন্ধে অনেক আয়াতের মধ্যে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়াতের উল্লেখ করা হলো ঃ

"বলো ঃ ইহা তোমার রব্বের নিকট হইতে সমাগত সত্য, সুতরাং যাহার ইচ্ছা সে ইহাতে বিশ্বাস আনুক এবং যাহার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" (সুরা কাহাফ-৪ রুকু)

"আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই বিশ্বাস করিত। সুতরাং তুমি কি মানুষদিগকে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য বাধ্য করিবে? আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন আত্মাই বিশ্বাসী হইতে পারে না।" (সুরা ইউনুস, ১০ম রুকু)

"সুতরাং উপদেশ দাও, কারণ তুমি একজন উপদেশ দানকারী মাত্র। তোমাকে তাহাদের উপর রক্ষী হিসাবে মনোনীত করা হয় নাই।" (সুরা গাশিয়া' ১ রুকু)।

"এবং তাহার চাইতে আর বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নামের যিকির করিতে বাধা প্রদান করে এবং সেইগুলিকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে ?" (সূরা বাকারা, ১৪ রুকূ)।

সুতরাং পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর আলোকে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মীয় বিশ্বাস তথা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে—জোর-জবরদস্তি বা অত্যাচার-নীতির প্রশ্ন অবান্তর এবং অবান্তর। ইসলামের প্রথম যুগে তথা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শুধু ধর্মীয় মত পার্থক্যের কারণে মুসলমানগণ কখনই কোন যুদ্ধ করেন নাই। কেননা যুদ্ধ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো ঃ—

"উযেনা লিল্লাযীনা ইউকাতালুনা বে আন্নাহুম যুলেমু। ওয়া ইন্নাল্লাহা আলা নাসরিহিম লাকাদীর"। অর্থ ঃ—"যুদ্ধ করার অনুমতি তাহাদের জন্য রহিয়াছে যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইয়াছে—কেননা তাহাদের উপর যুলুম করা হইয়াছে এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা রাখেন।" (সূরা হজ্জ ঃ ৬ রুকূ)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শুধু ধর্মীয় মত পার্থক্যের কারণে কখনই যুদ্ধ করেন নাই। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে যে 'বিদ্দার যুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছিল তার কারণ এই ছিল যে, বিরুদ্ধবাদীরা প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। বর্তমান যামানার আহমদীগণ কোন প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে (এরূপ খেলাফত বর্তমানে অন্য কারো মধ্যে বিদ্যমান আছে কি ?) কখনই সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে নাই। সুতরাং একদিকে জগদ্ব্যাপী ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা নাই এবং অন্যদিকে আহমদীরাও সশস্ত্র সংগ্রাম করছে না—এই অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার কারো থাকতে পারে না।

(খ) **হাদীসের আলোকে ঃ**

কোন মানুষের অন্তরের বিশ্বাসকে সঠিকভাবে একমাত্র খোদাতায়ালাই জানেন। এক যুদ্ধে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) এক শত্রুকে হত্যা করেন—যদিও সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে 'কলেমা তৈয়ব' উচ্চারণ করেছিল। যখন এই ঘটনার কথা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে পৌছলো তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। হযরত উসামা (রাঃ) বললেন ঃ 'হে রসূলুল্লাহ, ঐ ব্যক্তি তো মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পাঠ করেছিল'। হযরত রসূল করীম (সাঃ) বললেন ঃ—

"আলা শাকাকতা আন কালবিহি।' অর্থঃ "তুমি কি তার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছিলে ?"

(মসনদে ইমাম আহমদ)

এই হাদসী হতে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে কোন মানুষ যদি বাহ্যিকভাবে ঈমান আনায়নের ঘোষণা দান করে, তবে অন্য কোন ব্যক্তি সেই ঘোষণাকে অবজ্ঞা করার অধিকার রাখে না।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেছেন ঃ "আমার ধর্মীয় বিশ্বাসের সংক্ষিপ্তসার হলো ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসলুল্লাহ।" (তৌজীয়ে মারাম' পুস্তক পৃঃ ২৩, প্রকাশ কাল—১৮৯১ খৃঃ)। সুতরাং আহমদীদের এই পবিত্র কলেমা উচ্চারণ ও ঘোষণা করার পর অন্যকোন মানুষ বা রাষ্ট্র সেই ঘোষণাকে অবজ্ঞা করার কোন অধিকার রাখে না।

বুখারী শরীফের হাদীসে আছে ঃ "যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিবলা মুখী হয়ে নামায পড়ে এবং আমাদের জবাই করা পশুর গোস্ত খায়, সে মুসলমান। তার সম্বন্ধে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল জামানত দিয়েছেন; সুতরাং তোমরা কোন অবস্থাতেই আল্লাহর যামানতকে বিনষ্ট করিও না।"

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সদস্যগণ ইসলামী নামায, ইসলামী কিবলা এবং ইসলাম-সম্মত জবাই করা গোস্ত খাওয়া—এই সকল বিষয়ই পালন করেন। আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধবাদীগণ এই মৌলিক শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলে স্বকপোল-কল্পিত ভ্রান্ত-ধারণা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন না কি ?

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ "একজন মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি যার হাত এবং জিহ্বা হতে অন্যেরা নিরাপদ থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)। বস্তুতঃ ইসলামী শিক্ষা একজন মুসলমানকে শান্তি-

প্রিয়, বিনয়ী এবং মহৎ গুনাবলীর অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই শিক্ষা ভুলে পরস্পর হানাহানীর নীতি কোন ক্রমেই ইসলাম সমর্থন করে না—একথা অনেকেই বাস্তব ক্ষেত্রে বেমালুম ভুলে বসেছে!

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "ইহুদীরা ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল এবং আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ফেরকা ব্যতীত সকলে অগ্নিতে (অর্থাৎ ঝগড়া বিবাদের আগুনে) নিমজ্জিত থাকবে।" একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেনঃ "হে আল্লাহর রসুল, সেই দল কোনটা? হযরত রসুল করীম (সাঃ) বললেনঃ যে দল আমার এবং আমার সাহাবীদের অনুসারী হবে।" (তিরমিযি)

এই হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। কারণ বর্তমানে মুসলিম উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত এবং পরস্পর যুদ্ধ, ঝগড়া-বিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণে মত্ত। এমতাবস্থায় আহমদীয়া জামাত শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ও আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ প্রচার কল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। আহমদীয়া জামাতের কোন সদস্য আক্রমনাত্মক পদ্ধতির দ্বারা তার মতবাদ প্রচার করেছে এরূপ একটি দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবে কি?

আহমদীদের নৈতিক ও আদর্শিক জীবন, তালিম ও তরবিয়তী পদ্ধতি এমনভাবে পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে, যে, এই জামাতের কোন সদস্য একথা চিন্তাও করতে পারে না যে, বিরুদ্ধ-বাদীদের অজ্ঞানতা এবং জাহেলিয়াতের মোকাবেলার জন্য তারাও অজ্ঞানতা এবং জাহেলিয়তের পথ অনুসরণ করবে। আহমদীয়া জামাতের মহান প্রতিষ্ঠাতা যে নির্দেশ দিয়েছেন তা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। তিনি বলেছেনঃ "যদি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করা হয়, তোমাদিগকে গাল-মন্দ দেওয়া হয় এবং তোমাদের সম্পর্কে দুর্নাম রটানো হয় ও কটু কথা বলা হয়, তাহা হইলে হুশিয়ার থাকিবে যেন অজ্ঞানতার মুকাবিলা অজ্ঞানতার দ্বারা না কর। অন্যথায় তোমরাও তাহাদের ন্যায়ই সাব্যস্ত হইবে। খোদাতায়ালা তোমাদিগকে এমন এক জামাতে পরিণত করিতে চাহেন যেন তোমরা জগতের জন্য পুণ্য ও সত্য-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাব্যস্ত হও।" (তবলীগে রেসালত পৃঃ ৫৪)। বস্তুতঃ শান্তি ও যুক্তিবাদী ধর্ম ইসলামের বিস্মৃত আদর্শ ও শিক্ষাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে আহমদীগণ বিশ্বব্যাপী নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

(গ) হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর অভিমতঃ

যুগে যুগে এক শ্রেণীর মোল্লাদের হাতে 'ইসলাম বিপন্ন' হওয়ার শ্লোগান ধ্বনিত হয়েছে এবং শান্তিবাদী ইসলামকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ ঘটনাবলীর শিকার হয়েছেন অনেক বুজুর্গানে দ্বীন এবং তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণও। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি স্বয়ং কতিপয় মোল্লাশ্রেণীর বিরাগভাজন হয়ে 'কুফরী ফতোয়ার' শিকার হন এবং পরবর্তীতে কারারুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই মহান বুজুর্গ স্বয়ং যে নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন তা খুবই স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। তিনি বলেছেনঃ

"কোন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমানের আওতা থেকে বহিস্কার করা যেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেই (সেই কলেমাকে) প্রত্যাখান করার ঘোষণা না করে যার দ্বারা সে ঈমান এনেছিল।" (কিতাব মুঈনুল হুক্কাম, পৃঃ২০২)।

তিনি আরও বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি নিজেকে মুহাম্মদী উম্মতের একজন বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছুক তার উচিত কলেমা তৈয়ব উচ্চারণ করা এবং হৃদয় দিয়ে উহার উপর বিশ্বাস করা, যদিও সে ধর্মীয় সকল আদেশ নিষেধ সম্বন্ধে জ্ঞাত নাও হতে পারে।" (শারাহ ফিকাহ আকবর, মিশরে মুদ্রিত, পৃঃ ১০)।

এই মহান নীতি অনুসরণ করার মাধ্যমে অনেক ভ্রান্ত-ধারণা, অহেতুক পারস্পারিক বিরোধিতা ও ফতোয়াবাজীর অবসান হতে পারে। তাই ইসলামী নীতি ও আদর্শের জন্য বাস্তবক্ষেত্রে সহনশীলতা ও শান্তিবাদী পদক্ষেপসহ মুসলিম উম্মতকে একতাবদ্ধ করার মহান লক্ষ্যে আহমদীয়া জামাত এক রুহানী কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

(ঘ) রাষ্ট্রীয় সংবিধানের আলোকে ঃ

সভ্য জগতের স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা সহ অন্যান্য সকল মানবিক মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা ঘোষিত হয়েছে। এমনকি পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ এবং ১৯৭৩ সালে প্রণীত সংবিধান সমূহেও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তার উল্লেখ রয়েছে। ১৯৭৩ সনের সংবিধানের ২০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ—

"(a) Every citizen shall have the right to profess, practise and propagate his religion ; and (b) Every religious denomination and every Sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions." (Article–20).

এই স্বীকৃতি ও নিশ্চয়তার বিধান থাকা সত্বেও মোল্লাশ্রেণীর চাপে পরবর্তী কালে সাংবিধানিক সংশোধনী আনায়ন করে, পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাতকে 'নট মুসলিম' বলে অভিহিত করা হয়। বলা বাহুল্য যে, এই সংশোধনী এবং ১৯৮৪ সালের মে মাসে জারীকৃত সামরিক অধ্যাদেশ (যার মাধ্যমে ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ, যুলুম ও অত্যাচার বিধি-বদ্ধ করা হয়েছে) উপরোক্ত ২০ নম্বর অনুচ্ছেদের সাংবিধানিক নিশ্চয়তার মাপকাঠিতে পরস্পর স্ব বিরোধী নয় কি ?

অনেক বিরুদ্ধবাদী মনে করেন যে, ১৯৭৪ সনে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে আহমদীদের সম্বন্ধে যে ঘোষণা করা হয়েছে তা প্রকারান্তরে জনগণেরই রায় ছিল। সুতরাং প্রশ্ন হতে পারে যে, আহমদীরা জনগণের রায় উপেক্ষা করেছেন কেন ? এই প্রশ্নের অকাট্য উত্তর দিয়েছেন আহমদীয়া জামাতের খলিফা সৈয়দনা হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (আইঃ) এক বিশেষ সক্ষাৎকারে যা ২৫-৫-৮৪ তারিখে লন্ডন হতে বি, বি, সি-র মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

"আসল প্রশ্ন হলো ধর্ম কি জনগণের তৈরী না খোদার তৈরী ? এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। সর্বাগ্রে এর উত্তর জানা দরকার। ধর্ম যদি জনগণের সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্নিত হয় তাহ'লে তো নবী মাত্রই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কেননা প্রত্যেক নবীকেই তাঁর যুগের সংখ্যা-গরিষ্ঠ লোক অস্বীকার করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে গণ রায়ও দিয়েছিল। অতএব, এটি একটি অবান্তর দাবী। জনসাধারন কারো সম্বন্ধে যা ইচ্ছা ধারণা পোষণ করতে পারে—তারা সে ব্যাপারে আইনও রচনা করতে পারে ; কিন্তু এ কি করে সম্ভব যে কেউ নিজে নিজের সম্বন্ধে কোন ধারণাই পোষণ করতে পারবে না ? এই দুইটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। কেউ যদি কাউকে কুকুর বলে তাহলে হয়তো বলা যাবে যে কুকুর বলার অধিকার তার আছে কিন্তু তাই বলে এ বিষয় কি করে চাপিয়ে দেওয়া যায় যে, যাকে কুকুর বলা হয়েছে কুকুরের মতই তাকে জীবন যাপন করতে হবে ? এটা করার অধিকার কি করে থাকতে পারে ? তৎসংগে যদি তাকে এও বলে দেওয়া হয় যে, তুমি এখন থেকে মানুষের মত কথা না বলে ঘেউ ঘেউ করবে—এটা কি সম্ভব ? জন-সাধারণের অধিকারের একটা সীমারেখা আছে, তেমনিভাবে ব্যক্তিরও অধিকারের একটা সীমারেখা আছে। উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে—পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম ও মানবতাবাদ এই আদর্শের বুনিয়াদকে রক্ষা করে চলেছে।"

বলাবাহুল্য যে, বিরুদ্ধবাদীদের মস্তিস্ক ও হৃদয় যদি কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা-মুক্ত হতো, তা হলে মানবাধিকারের শাশ্বত নীতিকে সমুন্নত রাখতে তারা দ্বিধা করতো না। কিন্তু তমসাচ্ছন্ন কু-সংস্কার আর উগ্রতাবাদের প্রবল চাপে মৌলিক মানবাধিকার, প্রেম ও বিনয়, যুক্তি ও জ্ঞানের বাণী আজ চরমকাবে নিষ্পেষিত, পদ-দলিত।

(ঙ) জাতিসংঘের মানবাধিকার শীর্ষক সার্বজনীন ঘোষণা ঃ

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার মূলক সার্বজনীন ঘোষণা দ্বারা সকল মানুষের চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা স্বীকৃত হয়েছে। এই ঘোষণায় বলা হয়েছে ঃ

"Every one has the right to freedom of the thought, conscience and religion, this includes freedom to change one's religion or belief, freedom either alone or in community

'তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'র উত্তর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

উক্ত প্রবন্ধটিতে ইহা স্বীকার করা সত্ত্বেও যে, "কাদীয়ানীরা (তথা আহ্‌মদীরা) আল্লাহ্‌র একত্বে, রসুলুল্লাহর (সাঃ) নবুয়তে এবং ঈমানে মুফাস্‌সালে বর্ণিত বিষয়গুলির প্রতিও বিশ্বাসী"—প্রবন্ধকার আহমদীদের কাফের সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে অপরাপর সকল ফের্কা ও দলের ফেকাহ-বিদ ও আলেমরা 'একবাক্যে বিনা মতভেদে' আহমদীদিগকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন বলে দাবী করেছেন। কিন্তু অপরাপর ফের্কা ও দলগুলো, যেমন—শিয়া, সুন্নী, আহলে-হাদীস, দেওবন্দী, ব্রেলবী, পীরপন্থী, মওদুদীপন্থী জামায়াত ইসলামী, তাবলীগ জামাত ইত্যাদির সম্বন্ধে তাঁর দাবী হলো এই যে—"এই মযহাব ও দলগুলোর কোনটিই অপরটিকে ইসলামের গণ্ডীর বহির্ভূত মনে করে না। অর্থাৎ এদের কোন গ্রুপই অপর গ্রুপকে অমুসলমান বা কাফের মনে করে না বরং মুসলমান মনে করে।"

'তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'র বক্তব্যটি যে কত বড় সত্যের অপলাপ এবং সর্ববিদিত ইতিহাস ও বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত তা কোন প্রমাণ পেশ করার অপেক্ষা রাখে না। অতীত এবং বর্তমানে সকল ফের্কাই একটি অপরটিকে 'ইসলামের গণ্ডীর বহির্ভূত, কাফের-অমুসলমান বরং তার চেয়েও কঠিন ও অশ্লীল অনেক কিছু আখ্যা দিয়ে যে সব ফতোয়া দিয়ে রেখেছে—ও-সবই ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে—তা কারও অজানা নেই। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সেগুলোর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু "১৯৫৩ সালের পাঞ্জাবের গোলযোগ সম্পর্কিত তদন্ত আদালতের রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার (বাংলা সংস্করণ)" থেকে নিম্নে কিছু তুলে ধরলাম :

"রাবওয়ার আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সভাপতি লিখিত বিবৃতিতে বলেছেন : যে-ব্যক্তি উম্মতের অন্তর্ভুক্ত এবং কালেমা-তৈয়বে বিশ্বাস করে, সে-ই মুসলিম।

আলেমরা মুসলিমের যে-সব বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন তা' খেয়াল করলে আর মন্তব্য করার দরকার হয় না যে, এই মৌলিক ব্যাপারটি সম্পর্কে কোনো আলেমের মতের সংগেই অন্য আলেমের মিল নেই।" কমিশন বলছেন : "প্রত্যেক আলেমের মতো আমরাও যদি আমাদের নিজস্ব একটা সংজ্ঞা দিতে যাই এবং সে সংজ্ঞা যদি অন্য সব আলেমদের দেয়া সংজ্ঞা থেকে আলাদা হয়, তবে বিনা মতভেদে আমরা ইসলাম-বহির্ভূত হয়ে যাই এবং যদি আমরা যে-কোনো একজন আলেমের সংজ্ঞা গ্রহণ করি, তবে তাঁর মতে আমরা মুসলিম থাকি, কিন্তু অন্য সবার মতে কাফের হয়ে যাই।... ..

দেওবন্দীদের ফতোয়া অনুযায়ী শিয়াগণ কাফের ; কেননা তারা বিশ্বাস করে হযরত আলী (রাঃ) রসুলের (সাঃ) নবুয়াতের অংশীদার ছিলেন। শিয়াদের মতে সব সুন্নীরা কাফের। আহলে-কোরআন অর্থাৎ যারা হাদিসকে বিশ্বাস যোগ্য এবং অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেন না

তাদেরকে সবাই মিলে কাফের বলে। স্বাধীনভাবে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরাও সবই কাফের।

এসবের মোট ফল এই দাঁড়াচ্ছে যে, শিয়া, সুন্নী, দেওবন্দী, আহলে হাদিস, ব্রেলভী—কেউই মুসলিম নয়; ইসলামী রাষ্ট্রে এর কোন এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে পরিবর্তন করলেই তার শাস্তি অবশ্যই মৃত্যু—যদি রাষ্ট্রের ক্ষমতা এমন দলের হাতে থাকে যাঁরা অন্য দলকে কাফের বলে মনে করেন। এই মতবাদের পরিণাম কি, সেটা বেশী কল্পনা খাটানোর প্রয়োজন হয় না যদি স্মরণ রাখা যায় যে মুসলিমের সংজ্ঞা সম্পর্কে কোনো আলেমই অন্য আলেমের সংগে একমত হতে পারেন নি। যদি প্রত্যেকটি আলেমের সংজ্ঞা কার্যকরী করা হয় তবে বিভিন্ন যুক্তিতে যে কোন লোককে ধর্ম পরিবর্তনের শাস্তি (অর্থাৎ হত্যাদণ্ড) দেওয়া যেতে পারে।" (তদন্ত আদালতের রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার, পৃঃ ৪৮, ৪৯)

মৌলানা মওদুদীর দৃষ্টিতে একমাত্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে-ইসলামী ছাড়া মুসলমানদের সকলধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হলো 'গোমরাহ ও পথভ্রান্ত' এবং মুসলমানদের সকল ধর্মীয় দল—আহ্‌লে-হাদীস, দেওবন্দী, ব্রেলভী, শীয়া, সুন্নী পীরপন্থী, তাবলীগ জামাত ইত্যাদি হলো 'জাহেলীয়তের উৎপাদন' এবং হাজারের মধ্যে ৯৯৯ জন মুসলমান হলো শুধু 'নাম-কে-ওয়াস্তে মুসলমান' যাদের প্রত্যেকেই এক একটি 'অদ্ভুত চিড়িয়া' এবং যাদের মধ্যে সকল টাইপের কুফর বিদ্যমান। (দেখুন, মওদুদী সাহেবের রচিত পুস্তক 'মুসলমান আওর সিয়াসি কশমকশ' ৩য় খণ্ড পৃঃ ১২৮ সপ্তম সংস্করণ ও ১৭৯ এবং খোতবাত পৃঃ ৭৬ সপ্তম সংস্করণ)

মওদুদী সাহেবের জামায়াত ইসলামীর শাসনাধীনে উক্ত হাজারে ৯৯৯ জন মুসলমান এবং তাদের ধর্মীয় নেতাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হবে, ইহার জবাব মওদুদী সাহেবের নিজের ভাষায় নিম্নরূপ:

"যে এলাকায় 'ইসলামী বিপ্লব' সংঘটিত হবে, সেখানে মুসলমান অধিবাসী জনতাকে নোটিশ দেওয়া হবে যে, যে সব লোক 'ইসলাম' (অর্থাৎ মওদুদী সাহেবের দৃষ্টিতে যে ইসলাম) থেকে আকীদা ও আমলের দিক দিয়ে বিমুখ হয়েছে এবং ঐ অবস্থাতেই থাকতে চায়, তারা যেন উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে এক বৎসরের মধ্যে নিজেরা অমুসলমান হওয়ার যথারীতি ঘোষণা করে আমাদের সম্মিলিত সংগঠন হতে বের হয়ে চলে যায়। উক্ত নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করার পরে পরেই তাদের মধ্যে যারা বংশানুক্রমে মুসলমান তাদেরকে মুসলমান হিসাবে বিবেচনা করে সকল 'ইসলামী আইন-কানুন' তাদের উপর প্রয়োগ করা হবে। ধর্মীয় ফরজ ও ওয়াজেব কর্তব্যাবলী যথারীতি পালনে তাদেরকে বাধ্য করা হবে। তারপর যে কেউ 'ইসলামের গণ্ডীর' বাইরে পা রাখবে, তাকে কতল করা হবে। (আর যে কেউ নিজের ইচ্ছায় অন্য কোন ফের্কার অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুসলমান হবে বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে, সে মুরতাদ বলে হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।)" ('মওদুদী সাহেবের রচিত 'এরতেদাদ কি সাজা ইসলামী কানুন মে' পৃঃ ৮০, ৮১)

ছারছীনার 'হেজবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ' থেকে প্রকাশিত, মাওলানা মুহাম্মদ আজীজুর রহমান কর্তৃক প্রণীত ও সংকলিত "জামাতে ইসলামী নামধারী মওদুদী জামায়াতের স্বরূপ"

গ্রন্থে ৩৮৭ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত, মৌলানা মওদুদী ও তাঁর জামায়াত ইসলামীর বিরুদ্ধে পাক-ভারত-বাংলাদেশের অসংখ্য ধর্মীয় মহলের কুফরী ফতোয়ার মধ্যে মাত্র দু'-একটি নিম্নে দেওয়া গেল :

ওলালামায়ে বেরলভীর ফতোয়া "……মোট কথা মওদুদী ও তাঁর আন্দোলন কোন নুতন আন্দোলন নহে বরং পুরানো ঐ খারেজী ফেতনাই যাহাকে তিনি (মওদুদী) অন্য রূপ দিয়া প্রচার করিয়া যাইতেছেন।"

(পৃঃ ৩৮৬-৩৮৭)

দেওবন্দ দারুল উলুমের শেয়খুল হাদিস মৌলানা হুসেন আহমদ মদনী বলেন :

"মওদুদী ও তার তাবেদারগণ দ্বীন-ইসলামের মূলে কঠোর আঘাত হানকারী।" (ইস্তেফতায়ে জুরুরী, পৃঃ ৯) তিনি অন্যত্র বলেছেন, "মওদুদী সাহেবের কিতাব ও সুন্নতের বার বার উল্লেখ করা একটা তামাসা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে না কিতাব বিশ্বাস করেন, না সুন্নতকে মান্য করেন বরং সল্‌ফে-সালেহীনের পরিপন্থী এক নুতন ধর্ম সৃষ্টি করেছেন। আর এই ধর্মে লোকদের চালিত করে দোজখে নিক্ষেপ করতে চান।"

(মওদুদী দস্তুর, পৃঃ ৪৬)

জনাব মওদুদী সাহেব মিথ্যা বলা ফরজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন (তারজুমানুল কুরআন, মে ১৯৫৮) ; তাই 'তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'র প্রবন্ধটিতে গুরুর অনুসরণেই হয়তো প্রবন্ধকার অন্যান্য সকলের মনোরঞ্জন ও জামায়াত ইসলামীর বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়াসমূহ থেকে সকলের দৃষ্টি এড়ানোর মতলবে 'আহমদীদের ব্যতীত কোন ফের্কা বা দল অপর কোনটিকে কাফের, অমুসলিম ও ইসলামের গণ্ডির বহির্ভূত মনে করে না' বলে উপরে উদ্ধৃত সর্বৈব মিথ্যা মন্তব্যটি করেছেন। ইহা তাজ্জবের ব্যাপার না হলেও অবশ্য একান্ত দুঃখজনক ও পরিতাপের বিষয় বটে। কেননা আল্লাহতায়ালার এই নির্দেশটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছে 'লা'নাতুল্লাহে আলাস কাযেবীন' অর্থাৎ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।" সর্বস্তরেই মিথ্যা হারাম।

(চলবে)

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে নিজেরদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী, সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।"

(কিশ্‌তি-এ-নূহ্)

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সংবাদ ঃ

চট্টগ্রাম মজলিসে আনসারুল্লাহর ১০ম বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম মজলিসে আনসারুল্লাহ ১০ম বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহতায়ালার ফজলে সাফল্যের সহিত ১৫ ও ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় ঢাকা থেকে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, সদর মুরুব্বী জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এবং জনাব নুরুদ্দীন আহমদ সাহেব তশরিফ এনেছিলেন। ১৫ই নভেম্বর রাত ৭টা হইতে ১৬ নভেম্বর বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত ইজতেমার কার্যক্রম চলিতে থাকে। উক্ত ইজতেমায় যেমন আনসারুল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের আদর্শ, কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব মালী কোরবানী, খেলাফত একটি নেয়ামত ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মহতরম জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেব, সদর মুরুব্বী জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, জনাব গোলাম আহমদ খাঁন, আমীর চট্টগ্রাম জামাত, জয়িমে আলা জনাব প্রিসিপ্যাল মোসলেহুউদ্দিন খাদেম সাহেব, জনাব নুরুদ্দিন আহমদ সাহেব এবং আরো অনেকে। ইজতেমার সন্তোষজনক উপস্থিতি ছিল। খাওয়া ও নাস্তার ব্যবস্থা ইজতেমার পক্ষ থেকে ছিল। মহতরম জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়া করান এবং প্রোগ্রাম মোতাবেক ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

খাকসার,—এম, এ, আজিজ
জেনারেল সেক্রেটারী, আনসারুল্লাহ, চিটাগাং।

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা

বাংলাদেশের সকল মজলিসের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করান যাইতেছে যে ৬ ও ৭ই ডিসেম্বর' ৮৪ইং ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক ইজতেমায় সকল আনসারুল্লাহর যথাসময়ে উপস্থিতি আবশ্যকীয়।

অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী ৬ই ডিসেম্বর তাহাজ্জুদের নামাজ হইতে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হইবে। উল্লেখযোগ্য যে, মৌসুম উপযোগী বিছানা-পত্র অবশ্য সঙ্গে আনিবেন।

আল্লাহতায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন এবং উক্ত ইজতেমাটিকে কামিয়াব ও বাবরকত করুন। আমীন।

সন্তান তওল্লদ

১) চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব আহমদুর রহমান সাহেবের পুত্র জনাব কাওসার আহমদ সাহেব (নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ—২ ও বিভাগীয় কায়েদ, চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া)-কে আল্লাহতায়ালা বিগত ২২শে নভেম্বর '৮৪ইং তারিখে এক কন্যাসন্তান দান করিয়াছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে নবজাতকের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন ও খাদেমায়ে দ্বীন হওয়ার জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

(২) টাঙ্গাইল শহরস্থ আকুরটাকুর নিবাসী জনাব ইউসুফ মোহাম্মদ ও নূরজাহান বেগম বিউটি গত ২০শে অক্টোবর ভোর ৭টায় এক কন্যা সন্তান লাভ করেছেন। নবজাতক ঢাকা জামাতের সেক্রেটারী ইশলাহ-ও-ইরশাদ জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খন্দকার সাহেবের দৌহিত্রী। নব-জাতকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও খাদেমায়ে দ্বীন হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

কৃতি ছাত্রী ও দোওয়ার আবেদন

(১) আমার মেয়ে মোসাম্মৎ জান্নাত ফেরদৌসী বেগম (শিউলি) বিগত ১৯৮৩ইং সনে অনুষ্ঠিত এস, এস, সি, পরীক্ষায় (মানবিক শাখা) মেয়েদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা (সাবেক) চতুর্থ স্থান অধিকার করে সরকারী বৃত্তি লাভ করেছে। হুজরত খলিফাতুল্ল মসীহ্ সালেস (রাঃ) এর তাহরীক অনুযায়ী জামাতের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা যারা সরকারের নিয়ন্ত্রিত বিশেষ পরীক্ষাগুলিতে কৃতিত্বের পরিচয় দেবে জামাতের পক্ষ থেকে হুজুরের মোবারকবাদসহ তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে, এই তাহরীকে অনুপ্রাণিত হয়ে সে লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ প্রদান করে। জামাতের একজন উত্তম খেদমতকারিণী এবং জীবনে সফলতা লাভের জন্যে সে সকলের নিকট ছালাম জানিয়ে দোওয়ার আবেদন জানিয়েছে। আমার বড় ছেলে মনিরুল ইসলাম ৮৪ইং এস, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তম নম্বরে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ গ্রাফিক আর্ট ইনশটিউটে ভর্তি হয়েছে। উভয়ের বৈষয়িক উন্নতির জন্যও দোওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। (—শফিকুল ইসলাম, জেঃ সেঃ নারায়ণগঞ্জ আঃ আঃ)

(২) চট্টগ্রামে জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নজীর আহমদ সাহেবের মেয়ে বুশরা আহমদ (নিশু) চট্টগ্রাম ডঃ খাস্তাগীর উচ্চ মহিলা বিদ্যালয় হইতে '৮৪ইং সনে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম গ্রেড (টেলেন্ট পোল) লাভ করিয়াছে। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে তাহার ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও কর্মজীবনে অধিকতর উন্নতি লাভের ও খাদেমায়ে-দ্বীন হওয়ার জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

শুভ বিবাহ

চট্টগ্রাম জামাতের মোখলেস ভ্রাতা জনাব ফজল আহমদ সাহেবের কন্যা মোসাম্মাৎ নুসরৎ বেগমের সহিত নোয়াখালী নিবাসী জনাব মোঃ সাইয়াদুল হক সাহেবের পুত্র জনাব শরীফ আহমদের শুভ বিবাহ দশ হাজার টাকা দেনমোহর ধার্যে বিগত ৩১শে আগষ্ট ৮৪ইং চট্টগ্রাম আহমদীয়া মসজিদে বাদ জুময়া সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী জনাব মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত ও সুখময় হওয়ার জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar